দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৬ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা।। ২১ এপ্রিল - ২০১৪।।
৭ বৈশাখ - ১৪২১।। website : www.eswastika.com

গুজরাট মডেল

এবার লোকসভা নির্বাচনের লড়াইয়ে বিজেপির কয়েকজন প্রার্থী

কৃষ্ণপদ মজুমদার
জয়নগর লোকসভা কেন্দ্র

সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী
উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র

মধুসূদন বাগ
আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র

বিষ্ণুপদ রায়
দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্র

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

খোলা চিঠি : দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার :

পুতুল নাচের ইতিকথা সুন্দর মৌলিক ৯

রাজ্যের ৪২টি আসনেই বিজেপি'র ভোট বাড়বে : বিমান বসু

গূঢ়পুরুষ ১০

কংগ্রেস, সাম্প্রদায়িকতা ও নির্বাচন এন সি দে ১১

গুজরাট মডেল ভারতের উন্নয়নের একটি রূপরেখা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪

বাংলা পঞ্জিকার মতভেদ ও মতান্তর নবকুমার ভট্টাচার্য ২১

হিন্দুশাস্ত্রে পরলোকতত্ত্ব (থিওসফি) রবীন সেনগুপ্ত ২২

মনীষীর মা : রবীন্দ্র-জননী সারদা দেবী রূপশ্রী দত্ত ২৩

বিহার কি ভারতের ভবিষ্যৎ? তভলীন সিং ২৭

বিজেপি'র নির্বাচনী ইস্তাহার ২০১৪ : আগামী ভারতের দিশাপত্র দেবাশিস আইয়ার ২৯

'সর্ব ধর্ম সমন্বয়' : ধান্ধাবাজ রাজনীতিদের ভোট সংগ্রামের স্লোগান অমলেশ মিশ্র ৩১

ভোটকথা ৩৫-৩৮

বাজপেয়ী সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্যে দেশ আজও গর্বিত ড: গোপেশ চন্দ্র সরকার ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

**চিঠিপত্র : ১৯-২০   নবাঙ্কুর : ২৪-২৫   অঙ্গনা : ২৬ **

**সমাবেশ-সমাচার : ৩২-৩৩   খেলা : ৪০   চিত্রকথা : ৪১ **

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পৃঃ ১৪-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৬ বর্ষ ৩২ সংখ্যা, ৭ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৬, ২১ এপ্রিল - ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬

৮৬৯৭৫২১৪৭৯

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,

৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

নেত্রদান মহাদান

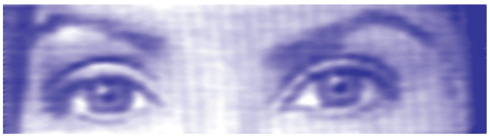

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

HB ®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

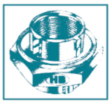

HB ® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833

3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE PURE ®

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

দ্বৈত ক্ষমতাকেন্দ্র বিভ্রান্তিকর

ইহাকেই বলে হাটে হাঁড়িভাঙা। চলতি নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর দশ হাজার টাকা খরচ করিবার ও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন লইয়া কংগ্রেস যখন অভিযোগ করিতেছে, তখন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রাক্তন মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু ভোটের মুখে হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়াছেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া বিজেপি যে অভিযোগ করিয়া আসিতেছে—মনমোহন সিং দেশের দুর্বল প্রধানমন্ত্রী, আসল ক্ষমতা সোনিয়া গান্ধীর হাতে— শ্রী বারু-র বইটিতে তাহাই স্বীকার করা হইয়াছে। পেঙ্গুইন ইন্ডিয়া প্রকাশিত 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, মেকিং অ্যান্ড আন মেকিং অব মনমোহন সিং' নামের ৩০১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে বলা হইয়াছে—দশ জনপথের কাছে কার্যতঃ আত্মসমর্পণ করিয়াছিল প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়। দ্বিতীয় মেয়াদে নামমাত্র প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন মনমোহন সিং। কোনও ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। শ্রী বারু আরও লিখিয়াছিলেন— দ্বৈত ক্ষমতাকেন্দ্র যে বিভ্রান্তি তৈরি করিতেছে, মনমোহন সিং তাহা নিজেও বুঝিতেন। মন্ত্রী, আমলা হইতে শুরু করিয়া সরকারের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। মনমোহন সিং নিজেও স্বীকার করিতেন যে দলের সভানেত্রীই ক্ষমতার কেন্দ্র। সরকার দলের কাছে জবাবদিহি করিতে বাধ্য। মনমোহন সিং অর্থমন্ত্রী হিসাবে সি রঙ্গরাজনকে নিযুক্ত করিতে চাইলেও শ্রীমতী সোনিয়া প্রণব মুখার্জিকে ওই গুরুদায়িত্ব দেন। এমনকী কাহাকে কোন মন্ত্রক দেওয়া হইবে, কোন ফাইল সই করা হইবে বা হইবে না—সবই চলিত সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশে।

প্রধানমন্ত্রীর অফিস (পিএমও) হইতে অবশ্য বইটির নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে—সঞ্জয় বারু ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। জনপ্রিয়তা ও সস্তা প্রচার পাইবার জন্য এই বই লেখা হইয়াছে। এবং এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আগেই বলিয়াছেন, শ্রী বারু যাহা বলিয়াছেন তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। ঘটনা হইল, বইটি এমন একজন লিখিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজেই যাঁহাকে মিডিয়া উপদেষ্টা পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যিনি প্রধানমন্ত্রী অফিসের অঙ্গ ছিলেন। এই বিষয়ে লেখকের বক্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। শ্রী বারু'র যুক্তি—ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরে কী হইতেছে তাহা জানিবার অধিকার দেশের লোকের আছে। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনমোহন সিং কোথায় সফল আর কোথায় বা ব্যর্থ তাহা জানা দরকার।

বস্তুতঃ প্রধানমন্ত্রী হইলেও মনমোহন সিংহের কোনো ক্ষমতাই ছিল না বলিয়া বিজেপি এতদিন ধরিয়া যে অভিযোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহা সত্য বলিয়া কার্যতঃ প্রমাণ করিয়াছেন শ্রী বারু। মনমোহনের কাছে পদ ছিল, কিন্তু ক্ষমতা ছিল সুপার প্রধানমন্ত্রীর (সোনিয়া গান্ধী) কাছে। ২০০৪-এ প্রধানমন্ত্রী পদের দাবি সোনিয়া গান্ধী যেভাবে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা যে মোটেই 'অন্তরাত্মার ডাক' নয়, বরং কৌশলী পদক্ষেপ মাত্র—এই অভিযোগ নিঃসন্দেহে যথার্থ। মনমোহন সিং সরকার দূরনিয়ন্ত্রিত রিমোট কন্ট্রোলের দ্বারা পরিচালিত হইত বলিয়া শোনা গিয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে রিমোট কন্ট্রোল নিজেই সরকার চালাইতেন। কোনো ট্রেন বা প্লেনের দুর্ঘটনা ঘটিলে কিছু লোকের মৃত্যু হইতে পারে, কিন্তু 'অ্যাক্সিডেন্টাল' প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে এই দেশের ১২৫ কোটি মানুষের জীবন বিপন্ন হইবে, আমাদের যুবকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। এখন স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত একটি সিদ্ধান্তকে কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী কোন সাহসে সরাসরি নাকচ করিবার ঔদ্ধত্য দেখাইয়াছিলেন। সরকার ও সেনাবাহিনীর সম্পর্কও গত দশ বছরে অনেকটা শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। এই পরিবেশে একটি জাতি কখনও এগিয়ে যাইতে পারে না। সরকার আসিবে বা যাইবে, কিন্তু জাতিকে সর্বদাই অগ্রসর হইতে হইবে। ইউপিএ সরকারের দ্বৈত ক্ষমতাকেন্দ্র দেশের অগ্রগতির সহায়ক হয় নাই, এই সত্যটিই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, পাপ আর পারা (পারদ) কখনও হজম হয় না। সত্যকেও চাপা দিয়া রাখা যায় না। সত্যমেব জয়তে।

সুভাষিত

বহবো যত্র নেতারঃ সর্বে পণ্ডিতমানিনঃ।
সর্বে মহত্ত্বমিচ্ছন্তি তদ্ রাষ্ট্রং অবসীদতি।।

যেখানে নেতাদের আধিক্য, প্রত্যেকেই নিজেকে পণ্ডিত বলে মনে করেন এবং সকলেই শীর্ষাসনে বসতে ইচ্ছা করেন সেই রাষ্ট্র বিনষ্ট হয়।

গত ১০ এপ্রিল শিলিগুড়ির খাপারাইল মোড়ের অদূরে পাঁচকেলগুড়ির বিশাল মাঠে বিজেপি'র দলের শিলিগুড়ি শাখা কর্তৃক আয়োজিত বিজয় সংকল্প সভায় ভাষণ দিচ্ছেন দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী।

ভোটের আগে সমুদ্রতট জুড়ে সোনার চোরাচালান বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দেশে নির্বাচন নিয়ে মাতামাতি যত বাড়ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে চোরাচালান। বাইরে থেকে টাকা আমদানির অনেক রকম ছক আছে তার মধ্যে বড় ভূমিকা সোনা চোরাচালানের। আকাশপথে চোরাচালানে অসুবিধে অনেক। কড়া নজরদারির দরুন অনেক সময় ধরা পড়ে যায় চোরাচালানকারীরা মালপত্র সমেত। কোনো কোনো সময় চোরাই দ্রব্য ধরা পড়ে যায়, চালানদার গা-ঢাকা দেয়। আর সোনার বড় বড় পাত আকাশপথে আসা কঠিন। তাতে খরচ বেশি, ঝুঁকিও যথেষ্ট। চোরাচালান-কারীদের কাছে এখন সুবিধেজনক ব্যবস্থা সমুদ্রপথে আনা। দুবাই থেকে সোনা আসছে শ্রীলঙ্কা হয়ে ভারতে। এদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে তামিলনাড়ুকে চোরাচালান- কারীরা পছন্দ করে বেশি। বিস্তীর্ণ ১,০২৪ কিলোমিটার সমুদ্রতট তামিলনাড়ুতে তটরক্ষীবাহিনীর পক্ষে নজরদারি করা কঠিন। আর এটা মানতেই হবে চোরাচালানকারীরা পেশাদারি দক্ষতায় একই পদ্ধতি বা রীতিতে পাচার করে না। তারা নানারকম পদ্ধতি নেয়। যেটা তটরক্ষীদের ভাবনার মধ্যে থাকে না। তবে ধারাবাহিক নজরদারির ফলে

চোরাচালানকারীদের কাছ থেকে আটক সোনার বাট। (ফাইল চিত্র)

চোরাচালানকারীরা মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে ধরা পড়েছে ৪৬ কিলোগ্রাম সোনা। চোরাচালানকারী প্রতি কিলোগ্রাম সোনা পাচারের জন্যে পারিশ্রমিক পায় চার লক্ষ টাকা। এছাড়া সোনার দাম আলাদা। এত সোনা আনছে কারা? দেশের বিভিন্ন স্বর্ণব্যবসায়ী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুতকারক সংস্থা। রাজনীতিওয়ালারা ওইভাবে সোনা এনে রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যবহার করছে। কিংবা অন্য উদ্দেশ্য থাকছে। চোরাচালানের সোনা ধরার পর কিছু নামধাম প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকেই বোঝা গেছে সোনার গন্তব্য কোথায়? সোনার যে পাত আনা হচ্ছে তার এক একটির ওজন চার-পাঁচ কিলোগ্রাম। অনেকটা পথ পেরোতে হয় চোরাচালান- কারীদের বহু লোককে ধোঁকা দিয়ে। সেজন্যেই তাদের পারিশ্রমিক বেশ চড়া। সোনার চোরাচালানকারীদের সঙ্গে গোপন চুক্তি হয়েছে ভোটকর্মের অন্তরালে থাকা লোকজনের। কার কাছ থেকে কত টাকা কীভাবে আসবে, তার কতটা কোন দিকে ব্যয় হবে তার ছক তৈরি করে কাজ চলেছে। তামিলনাড়ুতে সমুদ্রতট জুড়ে ১৬০টি চেকপোস্ট থাকলেও পুরোপুরি নজরদারি সম্ভব হচ্ছে না। চোরাচালানকারীরা নানান কৌশল প্রয়োগ করে প্রহরীদের নজর এড়াতে পারছে। তটরক্ষীবাহিনীও পাহারা জোরদার করছে নানারকম পরিকল্পনা নিয়ে।

স্বস্তিকা এক বিকল্প সংবাদমাধ্যম হয়ে উঠবে : ড. মিত্র

স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করছেন রমানাথ রায় (মাঝে)। তাঁর ডানদিকে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঁ দিকে জগবন্ধু মিশ্র।

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১২ এপ্রিল, শনিবার কলকাতায় কেশব ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র নববর্ষ ১৪২১ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন হলো। অনুষ্ঠানের এই সন্ধ্যায় সভামঞ্চ আলোকিত করে রইলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক রমানাথ রায়; প্রধান অতিথি ওড়িয়া জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রদীপ'-এর সম্পাদক জগবন্ধু মিশ্র এবং প্রধান বক্তা রাজ্যসভার সাংসদ ও পাইওনিয়ারের সম্পাদক চন্দন মিত্র।

ভারতমাতার মূর্তিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই সকলকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন স্বস্তিকা-র প্রকাশক তথা আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরুতেই তিনি জাতীয়তাবাদের তথা হিন্দুত্বের প্রাসঙ্গিকতার যে সুরটি বেধে দেন তা সারা অনুষ্ঠানে বজায় থাকে। প্রধান অতিথির ভাষণে জগবন্ধু মিশ্র মনে করিয়ে দেন যে বিশ্বের প্রথম সাংবাদিক ছিলেন দেবর্ষি নারদ। এখন আজ আমরা সাংবাদিকতার কথা বললেই পাশ্চাত্যের উদাহরণ দিই। আজকের সাংবাদিকদের যেমন বহু বিষয়ই জানতে হয়, তেমন নারদ ছিলেন বহুদর্শী। সকলের কল্যাণের প্রতি ছিল তাঁর সতত সজাগ দৃষ্টি। অথচ এই শুভ ভাবনাকে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করে বলি— ওয়াচ ডগ। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম গোষ্ঠী যে বিদেশীদের অর্থে পরিচালিত হয় তার উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরম্পরা থেকে প্রেরণার রসদ সন্ধান করে এগিয়ে যেতে হবে।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ স্বস্তিকা-র নববর্ষ সংখ্যাটির উন্মোচন করেন সভাপতি রমানাথ রায়। স্বস্তিকা-র সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য তাঁর হাতে পত্রিকাটি তুলে দেন।

১৪২১ বঙ্গাব্দের 'স্বস্তিকা সম্মান' প্রদান করা হয় মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায়কে। তাঁকে শাল, পাঁচটি ফল ও মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানান স্বস্তিকা পরিবারের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মান গ্রহণের প্রত্যুত্তরে মেঃ জেঃ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, তিনি সৈনিক। অস্ত্র নিয়েই তাঁর কারবার। কোনোদিন লেখক হয়ে উঠবেন তা তিনি ভাবেননি। আজকের এই সম্মান তাঁর জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নিজের সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে তার ভিত্তিতে লিখিত তাঁর 'মোমেন্ট অফ ম্যাক্সিমাম ডেনজার' বইটি স্বস্তিকা সম্পাদকের হাতে তুলে দেন।

প্রখ্যাত সাংবাদিক ড. চন্দন মিত্র তার ভাষণে জাতীয়তাবাদী সাংবাদিকতার কিছু বাস্তব সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান, যেভাবে বাংলায় অন্যান্য বাজারি সংবাদপত্র-র রমরমা সত্ত্বেও স্বস্তিকা জাতীয়তাবাদের প্রচারে লড়াই চালাচ্ছে তেমন দিল্লীতে ইংরেজি বড় বড় সংবাদ মাধ্যমগুলির সঙ্গে অসম লড়াই চালাচ্ছে 'পাইওনিয়ার'। তিনি বলেন, সংবাদমাধ্যম যেমন জনমত তৈরি করে তেমনি জনগণও সংবাদমাধ্যম তৈরি করে। স্বস্তিকা এক বিকল্প সংবাদমাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। তাই জাতীয়তাবাদী মানুষরা যদি প্রতিজ্ঞা করে যে তারা স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, স্বদেশী অর্থে চলা সংবাদপত্রই কিনবে, তবেই স্বস্তিকা বা পাইওনিয়ার বা পাঞ্চজন্য-র মতো সংবাদমাধ্যম টিকে থাকবে ও প্রসার লাভ করবে।

সাহিত্যিক রমানাথ রায়-এর বক্তব্যেরও মূল সুর বাঁধা ছিল স্বদেশপ্রীতি, জাতীয়তাবাদ ও সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার ওপর। সমাজের বহু বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে পুরো তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান এতই মনোজ্ঞ ছিল যে সর্বদাই দর্শকরা টান টান উত্তেজনায় বসে থাকেন নতুন তথ্যের আশায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকা সাংবাদিক সুকেশ মণ্ডল। ধন্যবাদ জানান স্বস্তিকার অন্যতম লেখক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বস্তিকা পরিবারের সদস্যরা সকলকে আপ্যায়িত করেন।

৮৭.৫ শতাংশ ভোটারই কর্তব্য ও অধিকার মনে করে ভোট দেয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কিছু লোক আদর্শ বা রাজনৈতিক কারণে ভোট দিয়ে থাকে। কিছু লোক সম্প্রদায় ও জাতপাতের নিরিখে ভোট দেয়। তাহলে ভোট প্রার্থীদের যোগ্যতা ও ভাবমূর্তির বিষয়টা নিয়ে কি আসে যায়— এই প্রশ্নটাই সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের ভোটারদের নিয়ে সরকারের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের নির্বাচন কমিশনের যৌথভাবে সমীক্ষাতেও এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে যে কোনো প্রার্থী বা দলকে পরাজিত করার নেতিবাচক মনোভাব থেকেও ভোটাররা ভোট দেয়। ভোট দেওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে অবশ্য উঠে এসেছে যে ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগকে নিজের কর্তব্য ও অধিকার বলে মনে করে। ৮৭.৫ শতাংশ ভোটারই এই কথা জানিয়েছে। আরও জানা যাচ্ছে, ৩৩.৭৫ শতাংশ ভোটারই প্রার্থীর ভাবমূর্তি ও যোগ্যতার বিচার করে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। কমিশন দেশের নাগরিকদের কাছে ভোট দেওয়ার জন্য যে আবেদন করছে, তার মধ্যে ১৮.৭৫ শতাংশই পরিবারের প্রধান। তারাই পরিবারের অন্যদের ভোট দিতে যেতে বলছে। ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম অন্তর্ভুক্ত করার উত্তেজনা ও সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের আশ্বাস ভোটদাতাদের ভোট দিতে উৎসাহিত করছে বলে সমীক্ষায় প্রকাশ পেয়েছে।

এই সূত্রে আরও একটি তথ্য সামনে এসেছে যে ভোটাররা প্রার্থীদের যোগ্যতা ও ভাবমূর্তি বিচার করে প্রধানত ভোট দেয় স্থানীয় সংস্থা ও বিধানসভা নির্বাচনগুলিতে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে তারা কোনো দলকে সামগ্রিকভাবে যেমন, দলের ভাবমূর্তি, এজেন্ডা ও শীর্ষ নেতাদের দেখে ভোট দেয়। এখনও পর্যন্ত তাদের কাছে আরও প্রাসঙ্গিক, তারা জানতে চায় দল জিতলে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন এবং জাতির জন্য তিনি কি করবেন বলে স্থির করেছেন অর্থাৎ তাঁর এজেন্ডা কি।

যে ভোটাররা ভোট দিতে পারেন না তাঁদের ৯১.৬৬ শতাংশই জানিয়েছেন, তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় নেই আর ৭০ শতাংশ জানিয়েছেন যে তাঁরা ভোটার আই ডি কার্ড পাননি। নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে অনুপস্থিত থাকার জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি এমন ভোটার হলো ১৩.৩৩ শতাংশ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কে কে গাঙ্গুলী। মঞ্চে বাঁ দিক থেকে বসে আছেন রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, জগবন্ধু মিশ্র ও ড. চন্দন মিত্র।

দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার পুতুল নাচের ইতিকথা

মনমোহন সিং
বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী
৭, রেস কোর্স রোড, নয়া দিল্লী

ভোট চলছে। বিদায়ী হলেও এখনও আপনি প্রধানমন্ত্রী। দুর্বল হন, সবল হন আপনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তা বলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবেন আপনারই অনুগত মিডিয়া উপদেষ্টা?

লালকৃষ্ণ আদবাণী বহুবার অভিযোগ করেছেন মনমোহন সিং দুর্বল প্রধানমন্ত্রী এবং ক্ষমতার রাশ আসলে রয়েছে সোনিয়া গান্ধীর হাতে। কংগ্রেস বার বার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু ঘটনা হলো প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঠিক একই কথা মনে করতেন। এমনটাই জানাচ্ছেন আপনার এক সময়ের মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু। মনমোহন সিং আপনি নিজেই তাঁকে একথা বলেছিলেন বলে জানিয়েছেন সঞ্জয়।

২০০৪ থেকে ২০০৮ এই চার বছর সঞ্জয় বারু ছিলেন আপনার মিডিয়া উপদেষ্টা। কিন্তু যে ভাবে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের কাজকর্ম চলছিল তাতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বারু নিজেই এক সময় দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেন। এখন একটি বই লিখে সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রীর অফিসে কী অবস্থা ছিল তা ফাঁস করেছেন এই প্রবীণ সাংবাদিক। বারু যা বলেছেন, তা ভোটের মুখে কংগ্রেসের পক্ষে যথেষ্টই ভয়ের। এসব কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আপনার অবশ্য কীই বা আসে যায়। ওই শর্তেই তো প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসেছিলেন। দশটা বছর কাটিয়েও দিয়েছেন। এখন বিদায় নেওয়ার সময়। একপ্রস্থ ফেয়ারওয়েলও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে না হোক ঠারেঠোরে সোনিয়া বুঝিয়ে দিয়েছেন, ছেলে এখন বেশ কিছুটা বড় হয়ে গেছে। সুতরাং রাহুল থাকতে বাইরে থেকে বশংবদ লোক নেওয়ার আর দরকারই নেই। গান্ধী বাড়ি এবার আরও সরাসরি দেশ চালাবে। সরি, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে।

একবার দেখে নেওয়া যাক সঞ্জয় বারু ঠিক কী কী বলেছেন আপনার সম্পর্কে।

১. প্রধানমন্ত্রী নিজেই তাঁকে বলেছিলেন এভাবে ক্ষমতার দু'টি কেন্দ্র তৈরি হলে কাজ করা যায় না। সেইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মেনে নিয়েছিলেন দলের সভানেত্রীই হচ্ছেন ক্ষমতার আসল কেন্দ্র।

২. বারু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ২০০৪ সালে সোনিয়া গান্ধী যে প্রধানমন্ত্রী হননি, তা ছিল নেহাতই রাজনৈতিক কৌশল। কারণ সোনিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেননি ঠিকই, কিন্তু কর্তৃত্ব পুরোপুরি নিজের হাতে রেখেছিলেন।

৩. ২০০৯ সালে জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী ভেবেছিলেন এই জয়ের কৃতিত্ব তাঁর। কিন্তু দ্রুত সোনিয়া গান্ধী বিভিন্নভাবে তাঁকে বুঝিয়ে দেন সরকার চলবে দলের সভানেত্রীর কথায়। মনমোহন সিং-এর সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই প্রণব মুখোপাধ্যায়কে অর্থমন্ত্রী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধী।

৪. এ রাজা এবং টি আর বালুকে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারে চাননি মনমোহন সিং।

৫. ২০০৪-এ গঠিত জাতীয় উপদেষ্টা পর্ষদ কার্যত সরকারের সমান্তরাল ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল।

সঞ্জয় বারুর লেখা বই 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার— দ্য মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং অব মনমোহন সিং' ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে এত দিন চুপ থাকার পর ঠিক লোকসভা ভোটের আগে তাঁর মুখখোলা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। সঞ্জয় বারুর মুখখোলার পিছনে মনমোহন সিং খোদ আপনার প্রচ্ছন্ন মদত থাকতে পারে বলে অনুমান করছেন কেউ কেউ। মনে করা হচ্ছে এতদিন পুতুল নাচের পুতুল হয়ে থাকার পর আপনিই বিদায় কালে বারুর কলম দিয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন। সঞ্জয় বারুর লেখা বই 'দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার, দ্যা মেকিং অ্যান্ড আন মেকিং অফ মনমোহন সিং' বইটা কার্যত বিজেপি-র দাবিকেই শক্ত করল। মোদী ইতিমধ্যেই বলেছেন, খোঁড়া এই সরকার আবার রিমোর্ট কন্ট্রোলের সরকার।

তবে আমি বলি কী, বইতে তেমন নতুন কথা কিছুই নেই। সঞ্জয় বারু যা যা বলেছেন তা সকলেরই জানা। প্রথম থেকেই দেশের মানুষ জানেন, মনমোহন সিং ছিলেন ইউপিএ-র প্রধানমন্ত্রী। আর সোনিয়া গান্ধী ইউপিএ-র অন্তরাত্মা। এই অঙ্কেই দশ দশটা বছর কেটে গেল বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের সরকার। মনমোহন গান গেয়ে গেলেন, সকলই মা তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি...যেমনে করাও তেমনে করি...

তবু মাননীয় মনমোহন সিংজী, জানা কথাই ছাপা কথা হয়ে গেলে তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। তাই যদি আপনি এর পিছনে থেকে থাকেন তবে ভালোই করেছেন। আপনার তো আর কোনও ভয়ের কারণ নেই। আপনাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে বাধ্য করার খেসারত দিক না গান্ধী বাড়ি। আপনার কী? আপনি বরং স্বাধীনভাবে অবসর যাপন করুন।

— **সুন্দর মৌলিক**

রাজ্যের ৪২টি আসনেই বিজেপি'র ভোট বাড়বে : বিমান বসু

এই প্রতিবেদন যখন স্বস্তিকার সুধী পাঠক-পাঠিকাদের নজরে পড়বে তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটপর্ব শেষ হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম ৩৪ দিন ধরে মোট নয় দফায় দেশজুড়ে ভোট হচ্ছে। ভোটপর্ব শুরু হয়েছে গত ৭ এপ্রিল এবং শেষ হবে আগামী ১২ মে। ভোটদাতা ৮১.৪ কোটি। এটিও সারা বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একটি রেকর্ড। এমন রেকর্ড আরও আছে। এবার ভোটের প্রথম পাঁচ দফায় রেকর্ড সংখ্যক ভোটদাতা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এই নিদারুণ গরমে দীর্ঘ লাইনে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে যেভাবে তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন, তাতে স্পষ্ট যে দেশের মানুষ কংগ্রেসের অপশাসনের, দুর্নীতির পরিবর্তন চাইছেন। স্বস্তিকা-র প্রকাশক মাননীয় রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক আলাপচারিতায় বলেছেন, 'ইভিএম যন্ত্রের মাধ্যমে ভারতে এবার নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটতে চলেছে। দেশের মানুষ কেন্দ্রে ক্ষমতার বৃত্ত থেকে কংগ্রেসকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। যেমন, জরুরি অবস্থার শেষে সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসকে আবর্জনার ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেছিলেন দেশের জনগণ।' কথাটা ১০০ শতাংশ সত্য। এবার দেশজুড়ে বিজেপি'র পক্ষেই (পড়ুন নরেন্দ্রভাই মোদী) সুনামি স্রোত বইছে। ভারতের প্রাক্তন অযোগ্য প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া ঘোষণা করেছেন, 'নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এন ডি এ জোট ২৭২টি আসন পেলে আমি রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেব।' এখনও পর্যন্ত যেভাবে বিপুল সংখ্যায় সঙ্কল্পবদ্ধ ভোটদাতারা ভোট দিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে শুধু দেবেগৌড়া নন, লালু-মুলায়ম-রাহুল গান্ধীকেও সন্ন্যাস নিতে হতে পারে।

মোদীর ডাকে সাড়া দিয়ে পরিবর্তনের সুনামি ঢেউ ভারতের অন্যান্য রাজ্যে যতটা প্রবল ঠিক ততটা তীব্র না হলেও পশ্চিমবঙ্গে এবার বিজেপি'র পক্ষে স্পষ্ট সমর্থনের স্রোত বইছে। বাংলার কমিউনিস্টদের আমরা অপছন্দ করলেও একটা কথা মানতেই হবে যে, ভোটের অঙ্কটা বামপন্থীরা ভালই বোঝেন। গত সপ্তাহে কলকাতায় সিপিএম দলের রাজ্য কমিটির বৈঠকে রাজ্যের জেলাওয়ারি ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু পরে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'রাজ্যের ৪২টি

গূঢ়পুরুষের

কলম

আসনেই বিজেপি'র ভোট এবার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়বে।' সব জেলাতেই বিজেপি'র পক্ষে স্রোত বইছে। বিজেপি বহু আসনেই নির্ণায়ক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। রাজ্যে বেশ কয়েকটি আসনে বিজেপি প্রার্থীরা যে এগিয়ে থাকবেন সেকথাও বিমানবাবু স্বীকার করে নিয়েছেন। এক কথায়, তৃণমূল ও কংগ্রেসের থেকেও বিজেপি'র উত্থান এবার বামেদের প্রধান উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেকথা সিপিএমের রাজ্য কমিটি মেনে নিল। সিপিএমের রাজ্য কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, উত্তর ২৪-পরগণা, কলকাতা ও হুগলীর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি'র জোর হাওয়া বইছে। আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় এবং শ্রীরামপুরে বাপি লাহিড়ীর জেতার সম্ভাবনা প্রবল। এদের সভায় ভিড় দলের সংগঠিত ভিড় নয়। মানুষের উৎসাহের কারণেই বিজেপি'র সভায় ভিড় বাড়ছে বলে জেলা সি পি এমের নেতারা মত প্রকাশ করেছেন। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ দু'টি লোকসভা আসনে বিজেপি'র ভোট সব হিসেবে নিকেশ ছাড়িয়ে যাবে বলে সি পি এমের কলকাতা জেলা কমিটি আলিমুদ্দিনে রিপোর্ট দিয়েছে।

দেশে ৯ দফা ভোটের পাঁচ দফা শেষ হওয়ার পর বিশ্বের আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলি নড়েচড়ে বসেছে। তারা একমত, এবার কেন্দ্রে সরকার গড়ছেন নরেন্দ্র মোদী। এই সংস্থাগুলি হলো গোল্ডম্যান স্যাক্স, ক্রেডিট সুইস, বি এন পি পারবা, নোমুরা, বার্কলেজ, ইউ বি এস, সি এল এস এ, আর বি এস, ডয়চে ব্যাঙ্ক, মর্গান স্ট্যানলি এবং জে পি মরগ্যান। বিশ্বের এইসব প্রথম সারির আর্থিক বিনিয়োগ সংস্থাগুলি মনে করে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে নরেন্দ্র মোদীই এবার বসছেন। তারা মোদীকে শিল্প-বান্ধব বলে মনে করে। ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা— মেরিল লিঞ্চের রিপোর্ট অনুযায়ী, লোকসভার ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ৪২৫টিতেই বিজেপি'র এন ডি এ জোট এবার জিতছে। মেরিল লিঞ্চের বিশ্লেষকদের মতে, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ ও বিহারে মোদী ঝড়ের প্রবল প্রভাব পড়েছে। এই পাঁচটি রাজ্যের ভোটদাতারাই এবার শেষ কথা বলবেন। মর্গান স্ট্যানলির রিপোর্ট জানিয়েছে, ভোটের পর নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই ভারতে স্থায়ী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবের ক্ষেত্রে চীন এবং জাপানকে অনেক পিছনে ফেলে দেবে। ভারত আগামী এক দশকের মধ্যেই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে উঠতে চলেছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এক বাক্যে জানিয়ে দিয়েছে, মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে এবার তিন-চারটি দলের এন ডি এ জোট সরকার তৈরি করবে।

কংগ্রেস, সাম্প্রদায়িকতা ও নির্বাচন

এন. সি. দে

এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বাঁচার আর কোনও রাস্তাই নেই। ইস্তাহারে হাজার প্রতিশ্রুতি দিলেও মানুষ তাদের একটি কথাও বিশ্বাস করে না। দেশের বাজার আজ বিদেশি পুঁজি ও তাদের দেশ থেকে রপ্তানি করা দ্রব্যে ভরে গেছে। বিদেশ থেকে শুধুই আমদানি আর আমদানি করা হচ্ছে পুঁজি আর দ্রব্য। দেশের রপ্তানি বাণিজ্য নেই বললেই চলে। রপ্তানি করলে অর্থাৎ জিনিস বিক্রি করলে অর্থ আসে। আমদানি করলে অর্থাৎ জিনিস কিনলে অর্থ ব্যয় হয়। এর ভয়াবহ পরিণতিতে দেশের অর্থ ভাণ্ডারে আজ দেখা দিয়েছে চূড়ান্ত আর্থিক অনটন। শিল্প উৎপাদন তলানিতে ঠেকেছে। ফলে রাজস্ব আদায়ও ঠিকমত হচ্ছে না। এই বিপুল আর্থিক ঘাটতি মেটানোর একটিই পথ জানা আছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল কংগ্রেস

ইমরান মাসুদের উক্তি— গুজরাটে ওরা ৪ শতাংশ তাই শুধু হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ট্রেনের মধ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, উত্তরপ্রদেশে ২৬ শতাংশ, তাই হিন্দু নেতা নরেন্দ্র মোদী ওখানে ঢুকলে কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে। এদের সাহসের কেন্দ্র হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো কংগ্রেস ও তার সঙ্গী দলগুলি।

সরকারের— সেটি হলো ঋণ করা আর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির পুঁজিকে লুণ্ঠন করা। অর্থ দপ্তরের এক সচিব জানিয়েছেন যে এই এপ্রিল মাসেই লক্ষ কোটি টাকা দেশ চালাতে ঋণ করতে হবে। আর ব্যাঙ্কগুলির উপর কংগ্রেস সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপের প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদে ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কগুলির সর্বোচ্চ পদাধিকারিগণ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসারগণ চাকুরি থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন।

আজকের বিষয় অর্থনীতি নয়। আজকের বিষয় অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসের মরণ-বাঁচন লড়াইয়ে আর্থিক উন্নয়নের প্রেক্ষাপট বলে যে আর কিছুই নেই, সেটুকু দেখানো। আজ বাঁচার জন্য কংগ্রেস বেছে নিয়েছে শুধু দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতার হাতিয়ার। বারবার দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িক বিভেদের ইতিহাসকে জিইয়ে রেখে পরধর্ম-বিদ্বেষী অনুদার, অসহিষ্ণু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক স্থায়ী বিভেদের বীজ বপন করতে চাইছে। নির্বাচনকে দুই সম্প্রদায়ের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত করতে চাইছে। দাঙ্গা, দেশভাগ, বাংলা ভাগের কথা যারা বারবার বলে, তারাই আসলে দাঙ্গা, দেশভাগ, বাংলা ভাগের রাজনীতির ফেরি করে। আসল সাম্প্রদায়িক তারাই। নির্বাচন কমিশনের উচিত এই ধরনের জনগণের মধ্যকার কোনও অতীত দুঃখজনক ঘটনার উল্লেখ করে নির্বাচনী প্রচার নিষিদ্ধ করা। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমন করাই নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য হওয়া উচিত, একে জিইয়ে রাখার বেসাতি যারা করছে তাদের জেলে বন্দী করে রাখা উচিত যতক্ষণ না নির্বাচন শেষ হচ্ছে।

কংগ্রেস-সহ প্রায় সমস্ত দলই এই সাম্প্রদায়িক বিভেদের তাসই খেলে চলেছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজ বুঝতে পেরেছে তাদের উদারতা, সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অভাবটাকে পুঁজি করে কংগ্রেস এতদিন এক পরধর্ম অসহিষ্ণু ও সম্প্রদায়গতভাবে সংগঠিত গোষ্ঠীকে উসকানি দিয়ে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের রাজনীতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ এক ভয়ানক রাজনীতি। যারা স্বভাবতই প্রতিহিংসাপরায়ণ, ধর্মীয় শান্তিরক্ষার চেয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামি রক্ষাটাই যাদের মূলমন্ত্র, তাদের কাছে দাঙ্গার অতীত কাহিনী বারবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপপ্রচার করার ফল উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের কংগ্রেসী লোকসভা প্রার্থী ইমরান মাসুদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি দম্ভের সঙ্গে বলেছেন, গুজরাটে মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র ৪ শতাংশ। নরেন্দ্র মোদী তাদের খুন করেছে, উত্তরপ্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা ২৬ শতাংশ, এখানে নরেন্দ্র মোদী এলে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করা হবে।

এই কথা থেকেই বোঝা যায় মুসলমানরা কতটা সংখ্যা বৃদ্ধিতে সচেতন। ভবিষ্যতে যদি এরা সারা দেশে ৫০ শতাংশও হয়ে যায় তাহলে ভারতবর্ষ আর হিন্দুস্থান থাকতে পারবে না এটা হলফ করেই বলা যায়। হিন্দুস্থান বলেই ভারতবর্ষ আজও সর্বধর্ম-সহাবস্থানের এক গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সগৌরবে বিরাজ করছে। ইমরান মাসুদ আজ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে ভারতবর্ষ আজ কোন্ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির দিকে তাকালেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

যে বাংলাদেশকে ভারতের সৈন্যবাহিনী এবং জনগণ ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্তানের অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে একদিন রক্ষা করেছিল, সেই বাংলাদেশের জনগণের এক বিরাট অংশ আজও পাকিস্তানি চরদের আনুকূল্যে গঠিত জামিয়াত-ই-ইসলাম, হেফাজত-ই-ইসলামের অনুগত। তারাই বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বিতাড়নের অন্তহীন প্রক্রিয়া

বজায় রেখে চলেছে। তাদেরই মদতে বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনী ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের পাকড়াও করে চোখ উপড়ে নিয়েছিল। পাকিস্তানি বাহিনী ভারতীয় সেনার মুণ্ডু কেটে ধড় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই পাকিস্তানী অকৃতজ্ঞ ইসলামি বাহিনীই এ কাজ করেছিল যাদের ভারতীয় বাহিনী ১৯৭১ সালে যুদ্ধ অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও সদলবলে মুক্তি দিয়েছিল। অথচ কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার জানিয়েছে যে সেই ১৯৭১ সাল থেকে পাকিস্তানি জেলে ২৩৩ জন সাধারণ মানুষ, ৮১ জন মৎস্যজীবী ও ৭৪ জন সামরিক অফিসার অমানুষিক অমানবিক অত্যাচার সহ্য করছেন। পাকিস্তান মুক্তি দেওয়াতো দূরের কথা এদের অস্তিত্বই স্বীকার করেনি। কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ নিয়েছেন? তিনি পাকিস্তানি জল্লাদদের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছেন মুণ্ডুগুলো ফেরত দেওয়ার জন্য।

চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তাই পাকিস্তানি সরকারও শোনেনি। গত শনিবারই (৫ এপ্রিল, ২০১৪) খবরে প্রকাশিত হয়েছে যে পাকিস্তানের হায়দরাবাদের দক্ষিণ দিকের এক শহরে একদল উগ্র মুসলমান হিন্দুদের হনুমান বিগ্রহ ভেঙে পুরো মন্দিরটিতেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দিনেরবেলা লতিকাবাদে।

কংগ্রেস সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রামচন্দ্রন ২০১২ সালের ডিসেম্বরে লোকসভায় জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরে মোট ৭৮ হাজার বর্গকিলোমিটার ভারতীয় ভূখণ্ড বে-আইনিভাবে জোর করে দখল করে রেখেছে। এর মধ্যে আবার ৫১৮০ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ড চুক্তি করে চীনকে দিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস সরকার এর বিরুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে? কিছুই না! উল্টে ১৯৯৬ সালেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কথায় পাকিস্তানকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভারতের বাজারে অবাধ প্রবেশের অনুকূলে 'Most Favoured Nation'-এর মর্যাদা দিয়ে দিয়েছে। ২০১২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাকিস্তানি নাগরিকদের ভারতীয় যে কোনো কোম্পানির শেয়ার ও ডিবেঞ্চার কেনার অধিকার দিয়ে দিয়েছে। যে ধর্মীয় গোষ্ঠী ও তাদের রাষ্ট্র হিন্দুস্থানের রাষ্ট্রকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করছে প্রতি মুহূর্তে, তাদের প্রতি এই আচরণ তাদের দুষ্কর্মকে উৎসাহিত করছে না কি?

আজ আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে কংগ্রেসের এক বিদেশিনী প্রধান ও তার পরিবার হিন্দুস্থানের স্বভাব— ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে তার প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য পরম্পরা সম্পর্কে জ্ঞান দিচ্ছে। যে ইসলাম কট্টর পরধর্মবিদ্বেষী ও ধর্মনিরপেক্ষ-বিরোধী, সেই ধর্মের প্রতিভূ মোল্লা-মৌলভী-ইমামরা আজ খোলাখুলি টিএমসি, সিপিএম, এসপি, বিএসপি-এর মতো দলগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছে— 'ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে রক্ষা করতে নরেন্দ্র মোদীকে রুখতে সকলে কংগ্রেসের পিছনে দাঁড়ান।' মোল্লাতন্ত্রে-বিশ্বাসী ইমামদের কাছে প্রশ্ন— মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলি কেন ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত হয়? কেন সেই দেশগুলিতে মধ্যযুগীয় 'ব্লাসফেমী আইন' বলবৎ থাকে? পাকিস্তানে জেহাদিরা 'ব্লাসফেমী আইন' প্রয়োগ করে শ'য়ে শ'য়ে অমুসলমানদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে 'হেফাজত-ই-ইসলাম' নামক

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

KIND ATTENTION TO HOUSE OWNERS

"WATER SEAPAGE IS A DISEASE LIKE A CANCER OF YOUR DREAM HOME. REMOVE IT AND SAFE YOUR HOME"

OUR SERVICES :
** Heat & Waterproof Solution for your Heated Roof.
** Waterproof Treatment of Roof, roof Garden Water Tank, Lift Pit, Water Body Etc.
** Leakage, Dampness & Salt Petre Treatment.
** Anti-Termite & Pest Control Treatment

CONTACT :
Calcutta Waterproofing Company
'Park Plaza'
71, Park Street, Room No. 11/12, Kolkata-700 016
98311 85740/9831272657–
emil : roy4258@yahoo.com
web : www.calcuttawaterproofing.com

জেহাদিরা হুংকার দিয়েছে 'অমুসলমানরা বাংলাদেশ ছাড়ো', বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিন্দা করায় তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষবাদী কাফের আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এদেশের মোল্লা-মৌলবী-ইমামদের মুখে কখনও শোনা যায়নি কোনও ইসলাম রাষ্ট্রের কোনও জেহাদি কাজের কড়া নিন্দা। তাঁরা এদেশের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বড় চিন্তিত। কিন্তু কোনও ইসলাম রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নন।

'ব্ল্যাসফেমী আইনে'র প্রয়োগের ফলে ইসলাম রাষ্ট্রে অমুসলমান পরিবারগুলির করুণ পরিণতির নানান ঘটনার কথা বিশ্বজুড়ে অনেক গণমাধ্যমের কল্যাণে আমরা জানি। 'স্বস্তিকা' পত্রিকাতেও এমন অনেক ঘটনার কথা প্রকাশিত হয়েছে। আমি আজ মাত্র দু-একটি রোমহর্ষক ঘটনার কথা শোনাব। উদারমনস্ক হিন্দুদের কাছে এইসব মেকি ধর্মনিরপেক্ষবাদী মৌলানা ইমামদের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরাটা অত্যন্ত প্রয়োজন। ব্ল্যাসফেমী আইন মোতাবেক পাকিস্তান হবে শুধু ইসলামে বিশ্বস্তদের একটি খাঁটি ভূমি (The land of the Pure) যেখানে রাষ্ট্র অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবে না; যেখানে প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কাজ করবে ধর্মীয় স্বীকৃতি নিয়ে, যেখানে জেহাদিদের আদালত নিয়ন্ত্রণ করবে না, যেখানে রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা, যেখানে সংবিধানের পবিত্রতা নির্ভর করে সেনা কমান্ডারদের ইচ্ছার উপরে। যেখানে একটি আইনই সকলের ঊর্ধ্বে, সেটি হলো 'ব্ল্যাসফেমী আইন', যার প্রয়োগ হয় অভিযুক্তের বিচারের জন্য নয়, তাকে কোতল করার জন্য। এমন কোনও মাস যায় না যখন কেউ না কেউ ইসলাম অবমাননার দায়ে জেহাদিদের হাতে প্রাণ দেয়। পাথরের আঘাতে, আগুনের গ্রাসে কিংবা অস্ত্রের কোপে অমুসলমানের জীবন নেওয়াটা পাকিস্তানের মুসলমানদের পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের জেলেও বন্দী হিন্দুস্থানিদের রক্ষা করার ক্ষমতাও পাক রাষ্ট্রের নেই। পাক আদালতের বিচারক ইচ্ছে থাকলেও একজন ইসলাম অবমাননাকারীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রমাণ চাইতে পারেন না, কারণ আদালতের ভিতরে বাইরে উপস্থিত জেহাদিদের রোষে পড়বেন তিনি। বিচারকের প্রাণ যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে পাকিস্তানে। অমুসলমান-দরদি পাঞ্জাবের রাজ্যপাল সলমন তাসির ও ফেডারেল মাইনরিটিস অ্যাফেয়ার মন্ত্রী শাহবাজ ভাট্টির হত্যাকাণ্ডের কথা আমরা জানি। মুসলমান অধ্যুষিত মালিতে ইসলামি জেহাদিরা মালির প্রাচীন সংস্কৃতির অঙ্গ স্বরূপ গুম্ফা (Tombs) অকাতরে ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে চলেছে। আগে আফগানিস্থানেও আমরা দেখেছি কিভাবে বুদ্ধমূর্তি ও গুহা ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। নাইজিরিয়াতেও ইসলামি জেহাদীরা অমুসলমানদের উপর ইসলামি আইন চাপানোর দাবিতে নিত্য তাদের উপর চড়াও হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩০০০ জনের প্রাণ গেছে। চীনের জিনজিয়াং অঞ্চলে উইগুর মুসলমানরা হান চীনাদের উপর হামলা চালাচ্ছে।

মুসলমান সাম্প্রদায়িক কার্ড খেলা হিন্দু নেতাদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। ঠিক যেমন চীন করেছে জিনজিয়াং সীমান্তে। এর চারদিকেই মুসলমান অধ্যুষিত রাষ্ট্রের অঞ্চলগুলি রয়েছে। এখানকার উইগুরু মুসলিমরা ইসলামি জেহাদিপনা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মুসলমান জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করতে ব্যাপকভাবে হান চীনাদের এখানে বসতি করতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ১৯৪৯ সালে হান চীনাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ শতাংশ; ২০০০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০.৬ শতাংশে। অতএব শুরু হয়েছে মুসলমান-হান দাঙ্গা। তা কঠোর হাতে দমন করছে চীনা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ, এতে প্রমাণ হচ্ছে চীন একটি পূর্ণ জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষাই যাদের এক নম্বর গুরুত্ব পায়। উল্টো দিকে ভারতরাষ্ট্রের শুরু থেকেই যে দল তার কর্ণধার রয়েছে সেই কংগ্রেস ও কংগ্রেসজাত দলগুলি কাশ্মীরে কী করছে? জেহাদিদের সংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করার কোনও চেষ্টাই এই কংগ্রেসীরা করেনি। উল্টে করে গেছে শুধুই তোষণ। তার পরিণামে কাশ্মীরে একটি মুসলমান শিশুও পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর গায়ে থুথু ছেটায়, যুবকেরা নিত্য ঢিল ছোঁড়ে, পাথর ছোঁড়ে, বোমা মারে। অমুসলমানদের ওরা কাশ্মীরে থাকতে দেবে না। ভারতীয় সেনাবাহিনী ওদের কাছে বহিরাগত, ওদের হরিয়াদি কাতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানীর মতে কাশ্মীরের অমরনাথ মন্দির দর্শনের জন্য হিন্দুদের যাত্রা কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর হিন্দুদের সাংস্কৃতিক আক্রমণ। এ যাত্রা বন্ধ করতে হবে।

সাহারানপুরের কংগ্রেসী প্রার্থী ইমরান মাসুদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কোনো শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টে রাহুল গান্ধী তার হয়ে সাহারানপুরে তার স্ত্রীকে নিয়ে প্রচার করে এসেছে। গিলানীর বিরুদ্ধেও কংগ্রেস সরকার ও দল কোনো কিছুই করেনি। সম্প্রতি একটি মামলায় প্রকাশ পেয়েছে যে কাশ্মীর সরকারের প্রশাসনে সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদে যারা রয়েছেন তাদের অনেকেই হিজবুল মুজাহিদিন-এর মত জঙ্গি সংগঠনগুলির সক্রিয় সদস্য, এদের কোনও সিআইডি/পুলিশ ভেরিফিকেশনই হয়নি। তার পরিণামই ইমরান মাসুদের উক্তি— গুজরাটে ওরা ৪ শতাংশ তাই শুধু হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ট্রেনের মধ্যে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, উত্তরপ্রদেশে ২৬ শতাংশ, তাই হিন্দু নেতা নরেন্দ্র মোদী ওখানে ঢুকলে কেটে কুচি কুচি করে ফেলবে। এদের সাহসের কেন্দ্র হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ানো কংগ্রেস ও তার সঙ্গী দলগুলি। সম্প্রতি জানা গেছে পাক গোয়েন্দা বাহিনী ভারতীয় মুজাহিদিনদের হাতে গত তিন বছরে ২৬ কোটি টাকা দিয়েছে।

এদেরই তোষামোদ করে চলেছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসীরা, এরা মুসলমানদের জন্য হাসপাতাল, স্টেডিয়াম, মাদ্রাসা, আলিয়া ইউনিভার্সিটি বানাচ্ছে। সংখ্যালঘু নামে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তৈরির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। উন্নয়নের নিরিখে মুসলমান/অমুসলমান ভাগে ভাগ করছে জেলাগুলিকে। শিক্ষায়, চাকরিতে, ব্যবসায়ে ঋণদানে মুসলমান সংরক্ষণ চালু করেছে। এক পরধর্ম অসহিষ্ণু এক সম্প্রদায়কে নিয়ে খেলা কতটা মারাত্মক হতে পারে, তার ধারণা এই রাষ্ট্রবিরোধী কংগ্রেসীদের নেই। এই কংগ্রেস ও তার দোসর তৃণমূল কংগ্রেস, বাম-অবাম দলগুলিকে এই নির্বাচনে দেশের জনগণ যদি নির্বাসনে পাঠাতে না পারে, দেশ এক গভীর সঙ্কটে পড়বেই।

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

গুজরাট মডেল ভারতের উন্নয়নের একটা রূপরেখা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

বারবার এই লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে গুজরাট মডেল, গুজরাট মডেল নিয়ে প্রবল আলোড়ন চলছে। এই মডেল কি সারাদেশে লাগু করা যাবে? যদি করা যায় তবে তার ফল বিষবৃক্ষের ফল হবে না তো? নানান মহাপণ্ডিত মাথা ফাটাফাটি করে ফেলছেন এর কল্পিত নেতিবাচক প্রভাবের কথা ভেবে। দিল্লীর এক ভুঁইফোড় নেতা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে গুজরাট যাত্রা করলেন সরেজমিনে সেখানকার উন্নয়নকে দেশব্যাপী খাটো করে দেখাবার জন্য। প্রায় মাটি খুঁড়ে গুপ্তধন আবিষ্কারের নেশায় তিনি কোনো একটা স্কুলে শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত নির্ধারিত রীতি মেনে আছে কিনা বা এমন একটি হাসপাতাল যদি পাওয়া যায় যেখানে ডাক্তার-রুগী-সেবিকার অনুপাত যথাযথ নয়, তাহলেই 'ইউরেকা' বলে তিনি মিডিয়ার কোলে উঠে বক বক শুরু করে দিলেন। এই একই লোক প্রবল পরাক্রমে বেনারসে মোদীর বিরুদ্ধে লড়তে চলে গেলেন। এগুলি একটু নিবিষ্ট মনে বিচার করলেই দেখা যাবে আদতে সংখ্যালঘু ভোট পাওয়ার জন্যই তাঁর এই ক্রিয়াকলাপ। 'দেখ তোমাদের ঘোর বিরোধী (এঁরা হয়তো জানেন না অনেক সংখ্যালঘুই এখন মোদীর ওপর আস্থা রাখতে শুরু করেছেন। সেখানেও সেই গুজরাট মডেল) মোদীর সঙ্গে মুখোমুখী লড়ে যাচ্ছি'। রাতারাতি তাঁদের নির্বাচনী লক্ষ্য 'ভ্রষ্টাচার বিরোধিতাকে' বদলে 'সাম্প্রদায়িকতা'কে বড় বিপদ বলে মোদীর বিরুদ্ধে লেগে পড়েছেন। এই 'আপদলটি যে আপাদমস্তক একটি প্রো-মুসলিম অপদল সেটিও এই মডেল মাহাত্ম্য ভাঙতে গিয়ে এরা প্রমাণ করে ফেলেছেন।

শিক্ষার হাল-হকিকৎ দেখতে 'কন্যাকেলাবাণী'— প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোদী।

এবার আসা যাক এই মডেল চর্চার কিছু দিক নিয়ে। নানান বৈদ্যুতিন ও সংবাদমাধ্যমগুলি ও সরকারি প্রকাশিত তথ্যের নিরিখেই আমরা ভালমন্দগুলি দেখবো। গুজরাট মডেলটিকে বিচার করতে গিয়ে তাত্ত্বিকরা কতকগুলি 'ফোকাস' ঠিক করেছেন অর্থাৎ সেখানকার রাজ্য সরকার মূল যে বিষয়গুলির ওপর লক্ষ্য স্থির রেখে সাফল্য পেয়েছে আর তার কতটাই বা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সফলভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(১) কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন (বদলাও, ট্রান্সফরমেসান) নিয়ে আসা। গুজরাটের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলকে জল, আলো ও রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার বুনিয়াদী নীতি নেওয়া হয়। ২০০৬ সালে শুরু হয় 'জ্যোতিগ্রাম যোজনা'। এর ফলে সেচের ক্ষেত্রে ৮ ঘণ্টা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। এই সরবরাহের আওতায় গুজরাটের সমগ্র ১৮ হাজার গ্রামই আজ অন্তর্ভুক্ত। ৭৭ শতাংশ গ্রামেই ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি রাস্তাঘাটগুলির সমান্তরাল উন্নতি ঘটানোর ফলে যাতায়াতের সময় অনেক কমে গেছে। চাষিরা তাদের উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বাজারগুলিতে সরাসরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ভালো দাম পাওয়ার সুবাদে তাদের সম্পদ বৃদ্ধি হচ্ছে। তারা একের জায়গায় বহু ফসল চাষের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধজাত প্রকল্পগুলিকেও সফল ভাবে গড়ে তুলছে। সেচের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ধারার 'Check dam' নির্মিত হওয়ায় নজরকাড়া সাফল্য এসেছে কৃষিক্ষেত্রে। এর প্রতিফলন ২০০১-১০ এর মধ্যে গুজরাট সারা দেশের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে দ্রুততম ১০.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেকটি মহকুমা ধরে ধরে কোথায় কোন ফল বা শস্যের উৎপাদন উৎকর্ষ বিন্দুতে নিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে 'হর্টিকালচারাল আধিকারিক' নিয়োগ করা হয়েছে। অনেক

দুগ্ধপ্রকল্পে কর্মরত কর্মীরা।

জায়গায় তুলো, ফল বা গমকে বিশেষ গুরুত্বের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সবরকম সহায়ক ব্যবস্থা নেওয়ায় চূড়ান্ত সাফল্য এসেছে। আলোচ্য 'জ্যোতিগ্রাম যোজনা' সারা দেশে লাগু করার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রে 'আগাখান রুরাল সাপোর্ট প্রকল্পের' অধিকর্তা জানিয়েছেন--- মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োগ ধরেও গুজরাটে এই চরম সফল প্রকল্পের খরচ পড়েছে ২ হাজার কোটি টাকা। এটা অবশ্যই সারা ভারতের গ্রামগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে আর খরচা পড়বে প্রায় ৬৫ হাজার কোটি টাকা। মনে রাখতে হবে ২০১৪-১৫ সালের শুধু জ্বালানী ভর্তুকি খাতে ভারত সরকারের খরচ ছিল ৬৫ হাজার কোটি টাকা। 'জ্যোতিগ্রামের' মতো যুগান্তকারী সফল প্রকল্পের ফলে উত্তর গুজরাতের থেকে আহমেদাবাদের মোরাজ পর্যন্ত বিশাল এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল, পাকা রাস্তা হওয়ায় পুরো এলাকাই পাল্টে গেছে। এই ইংরাজিতে বলা 'rurbanaisation' (গ্রামের শহরীকরণ) দেশের অন্যান্য জায়গায় চলা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সেরকম আলাদা কিছু নয় বলে মহা-নিন্দুকেরা উড়িয়ে দিতে চাইছেন। যা বলে বলুক।

(২) শিল্পক্ষেত্র ২০০১-০৪ সালে ৩.৯৫ শতাংশ শিল্প উৎপাদন ২০০৫-০৯ এর সময়সীমায় ১২.৬৫ শতাংশ হয়ে যাওয়াকে কি ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়? রাজ্য সরকার এখানে সফল কর্মাধ্যক্ষের ভূমিকা পালন করেছে। এর মূলে রয়েছে বড় শিল্পপতি বা গোষ্ঠীকে জমি সংগ্রহ ও পরিকাঠামো তৈরি করে দিয়ে তাদের শিল্পোন্নয়নকে এনিয়ে দেওয়া। লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীর চাকরি হয়েছে এই সব প্রকল্পগুলিতে। রাজ্য সরকার ভাল ছাত্র নির্বাচনের মতো ৫ হাজার কোটি বা তার বেশি টাকার কোর (স্টিল, সিমেন্ট, খনিজতেল ইত্যাদি) ক্ষেত্রগুলিতে গুণগতভাবে যোগ্য বিনিয়োগকারীদের প্যাকেজ পদ্ধতিতে সাহায্য করছে। বন্দর নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগপতিরা সফলভাবে বিশাল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছেন। একটু মনে করে দেখুন আমাদের বুদ্ধদেববাবু আজ ৫ বছর পরে আবিষ্কার করেছেন টাটারা অনেক আগেই সিঙ্গুর ছেড়ে গুজরাটের আনন্দে সরে পড়ার

কৃষিক্ষেত্রে

গুজরাট শেষ দশকে সবচেয়ে দ্রুত উন্নতি করেছে কৃষিক্ষেত্রে

২০০০-০১—২০০৯-১০		
গুজরাট	—	১০.৯৭%
মহারাষ্ট্র	—	১০.৫%
ছত্তিশগড়	—	৬%
ওড়িশা	—	৫.২৮%
অন্ধ্রপ্রদেশ	—	৫.২%

বিদ্যুৎ

গুজরাটের সমস্ত বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ

বাড়িগুলিতে বিদ্যুৎ		
গুজরাট	—	১০০%
দিল্লী	—	৯৯.৩%
গোয়া	—	৯৬.৪%
হিমাচল প্রদেশ	—	৯৮.৪%

মতলব ঠিক করে ফেলেছিলেন। সিঙ্গুর উপলক্ষ্যমাত্র। একটু প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে একটি টেলিভিশনে দেখা প্রসঙ্গ বলি। ভোটের দিনে উত্তর প্রদেশের বেরিলী অঞ্চলের নানা বয়সী মহিলাদের মধ্যে নেওয়া 'হঠাৎ সাক্ষাৎকার' দেখানো চলছিল। টিভি সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল--- কাকে ভোট দেবেন? উত্তর বেশিরভাগই সেই কমন— নরেন্দ্র মোদী। সাংবাদিক বারবার চেপে ধরছিলেন কারণ

অধিকর্তা ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা গ্রামের মধ্যে গিয়ে মুখোমুখী ভালমন্দ আলোচনায় বসে যান। কৃষকদের প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলেন। মাটি পরীক্ষা, সর্বাধুনিক সেচ ব্যবস্থা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। এই নিয়মিত হওয়া অনুষ্ঠানের নাম 'কৃষি মহোৎসব'। এটিই

পড়েন সরকারি আধিকারিকরা। হৈ হৈ করে খাওয়া দাওয়া করে কেটে পড়া নয়, অন্তত ৩ দিন গ্রামে থেকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও পরিবারের সঙ্গে মন্ত্রী ও আমলারা আলোচনা করেন। বোঝান মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা কতটা সঠিক। জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে এ কাজ বেশ কঠিন। কিন্তু এখানেও ৭৩ শতাংশ থেকে ২০১২ সালে ছাত্রী ভর্তির ৮৬.৩-এ

আমেদাবাদ-বরোদা এক্সপ্রেসওয়ে।

বলার জন্য। তাঁরা শুধু বলে চলেছেন আসলে উনি পারবেন। আমরা ঠিক বোঝাতে পারব না। তবে উনিই পারবেন দেশের হাল ধরতে। এই বর্ণনাতীত বস্তুটিই আস্থা, গুডউইল; এটাই গুজরাত মডেলের আফটার এফেক্ট বা নির্যাস। বেসরকারি ক্ষেত্রে বন্দর চালানোর সাফল্য যে সারা দেশে প্রয়োগযোগ্য একথাও সংবাদ সূত্রে বিশেষজ্ঞ ও শিল্পপতিরা জানিয়েছেন।

(৩) বিকেন্দ্রীকরণ--- ২০০৫ সাল থেকেই গুজরাটে নানান সরকারি প্রকল্পকে সরকারি লাগাম মুক্ত করে সরাসরি গ্রামের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়। প্রকল্পগুলিতে চাষিদের সঙ্গে কৃষি বৈজ্ঞানিক, সরকারি

হয়ত দিদির 'মাটি উৎসবের' আদি প্রেরণা কিনা কে জানে? যাই হোক, অন্যদিকে 'কন্যা কেলাবানী' উৎসব সংঘটিত করে মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিনা সরেজমিনে জানতে রাজ্যের ১৮ হাজার গ্রামের ভেতর ঢুকে

বে-রোজকারী		
গুজরাটে বেকারের হার সবচেয়ে কম		
বেকারের হার		
গুজরাট	—	১%
ছত্তিশগড়	—	১.২%
রাজস্থান	—	১.৭%
পাঞ্জাব	—	১.৮%

পৌঁছেছে।

একেবারে তৃণমূল স্তরে চালু থাকা এমন সব প্রকল্পের মূলে রাখা হয়েছে একটি ভাবনা 'আপনো তালুকো, ভাইব্রান্ট তালুকো'। মোদ্দা কাথায় উন্নয়ন। স্থানীয় আধিকারিকদের ওপর ভার দেওয়া হচ্ছে (তিনি ওই অঞ্চলের হওয়া দরকার) নির্দিষ্ট জনজাতি ও উপকূলবর্তী বসবাসকারীদের উপযোগী প্রকল্প তৈরির। যেমন বনবন্ধু কল্যাণ যোজনা', 'সাগরখেদু যোজনা'। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০০৭-১২ এর মধ্যে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় যারা অকৃতকার্য হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে এই সমস্ত জনজাতি এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা

প্রসারে ১০ হাজার চাকরি দেওয়া হয়েছে। ৪২টি উপজাতি তহসিলে ৫০টি নতুন স্কুল খুলেছে। এত সব তথ্য দেওয়া আদতে অর্থহীন। এগুলি কত শতাংশ সফল হলো তাও নিক্তি ওজন করে মাপতে হয় না। সরকারের সদা সদভাবনার, জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার এগুলি সার্থক প্রমাণ, অনুসরণযোগ্য মাইল ফলক। ভারতের পুরোধা বাম ঘেঁষা অর্থনীতিবিদও (বিবেকদেব রায়) বলতে বাধ্য হয়েছেন যে লোকাল সেল্ফ গর্ভনমেন্ট (সেই মহাত্মা গান্ধীর ভাবনা) শক্ত হলেই এই মডেল অনায়াসে সারা দেশে সফল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব ভাবার সময় কোথায়! কি করে মোদীকে আটকাব নইলে করে খাব কি করে— এই চিন্তায় আজ যেন অন্ধও হয়েছে নাইটগার্ড। মডেলকেই চ্যালেঞ্জ করছে।

জনস্বাস্থ্যক্ষেত্র :

এই ক্ষেত্রে কিন্তু কৃষি বা বিকেন্দ্রীকরণের মতো চমকপ্রদ সাফল্য হয়ত দেখা যায়নি তবে অনেক মৌলিক পরিকল্পনা সফল হয়েছে। ডাক্তার পিছু রোগীর সংখ্যা সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে জাতীয় মানের থেকেও বেশি হওয়ায় একটি মধ্য পন্থা নেওয়া হয়েছে। বিপিএল তালিকায় থাকা ৫ সদস্যের একটি পরিবার 'মুখ্যমন্ত্রী অন্যতম যোজনার' আওতায় সরকার অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতালে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যের চিকিৎসা পাবে। বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সরকার প্রত্যন্ত গ্রামেও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেয়। এই নতুন ভাবনা দেশের অন্যান্য রাজ্যেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে স্বাস্থ্য ও প্রসূতি পরিচর্যার আরও উন্নতির অবকাশ থেকে গেছে।

শিক্ষাক্ষেত্র :

শিক্ষক সংখ্যা প্রয়োজনের থেকে কম হলেও বহু গ্রামের স্কুলের পরিকাঠামোয় আগে বলা জ্যোতিগ্রাম যোজনার সুবাদে ঝকঝকে পাঠকক্ষ, কমপিউটার সুবিধে, পানীয় জলের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। নানান নির্দিষ্ট প্রকল্পের মতো এখানেও চলছে 'বিদ্যা সহায়ক প্রকল্প'।

প্রয়োজনমতো কৃষিকাজে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে তৈরি 'চেক ড্যাম'-এর একটি।

মানুষের পাঁচটি আঙুলের মতো আম জনতার সকল প্রয়োজনও যেমন সমান নয় সেগুলির সমাধানে সম্পূর্ণ বা আদর্শ সফলতা কখনই সহজলভ্য নয়। সর্বরোগহর কোনো বটিকাও নেই নরেন্দ্র মোদীর কাছে। তিনি কখনোই দাবি করেন না তিনিই বাজিকর। তবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সততায় তিনি লাগাতার প্রমাণ করে চলেছেন ব্যক্তিগত লোভ ও লালসাকে বশ করে দেশের মঙ্গল চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিলে সুফল পাওয়া যাবেই।

যা দিয়ে শুরু হয়েছিল অর্থাৎ গুজরাট মডেলের চরিত্র অনুসন্ধান ও তার সর্বভারতীয় প্রয়োগযোগ্যতা তার বিশ্লেষণ শেষে এটুকুই পণ্ডিতরা মানছেন যে তিনি অনেক কিছুই করেছেন আবার বেশ কিছু অধরা রয়েছে। অবশ্যই উন্নয়ন একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর যার অগ্রগতি হয়। জোকা-ডালহৌসির ইস্ট ওয়েস্ট, বারাসত-দমদম মেট্রো নামধারী হারাধনের দশটি ছেলের মতো উন্নয়ন মডেল সৃষ্টির ছানা বাজারে ছেড়ে দিলেই হয় না। ছানাদের পরিচর্যার বদলে রাজনীতি করে তাদের না খাইয়ে মারার পরিকল্পনা মোদীজী ভাবতেও পারেন না। মনে রাখতে হবে দিল্লীর সরকার নানান রাজ্যের আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে নরমে গরমে চলে, হয়ত ভবিষ্যতে জড়াজড়ি করতে হতে পারে এই মতলবে। কিন্তু গুজরাট সরকারের প্রধান তার কাছে অজন্ম 'মৌতকা সওদাগর' বা 'জহর কা ক্ষেতির' মালিক বরাবরের গব্বর সিং। তবুও তিনি এই তুমুল বিরোধী বাতাবরণের মধ্যে তাঁর রথের গতি অপ্রতিহত রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন 'প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের নামই জীবন।' আপ্তবাক্যটি তাঁর ব্যক্তিজীবন, তাঁর রাজ্য শাসন থেকে সমগ্র রাষ্ট্র পরিচালনার অমোঘ সম্ভাবনার মধ্যে প্রকাশমান হতে চলেছে। দেশবাসী আজ তাঁকে ও তাঁর ভাবনাকে বিশ্বাস করে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

FOR INTERIORS
THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

চিঠিপত্র

দেশভাগ ও ধর্মনিরপেক্ষ'রা

বেশ কিছুকাল যাবৎ ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত হচ্ছে দু'টি শব্দে। এক, সাম্প্রদায়িকতাবাদ, দুই, ধর্মনিরপেক্ষতা। পৃথিবীর বহুদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা চালু আছে— অন্তত খাতা কলমে। কিন্তু ভারতের মতো কোথাও অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলির শয়নে, স্বপনে সর্বদা 'সাম্প্রদায়িক' 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে চীৎকার করতে শোনা যায় না। সুশাসন, দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করা, বেকার সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধি, শিল্পায়ন ইত্যাদি রাষ্ট্র শাসনের মূল বিষয়গুলি সম্বন্ধে এই সব রাজনৈতিক দলগুলির বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্য বিজেপি ও তার প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে ঠেকানো। তার জন্য এই সব তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষদের চেষ্টার বিরাম নেই। তা এই সব তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা—

(১) গত চল্লিশের দশকে যখন মুসলিম লীগ ও তার নেতা মহম্মদ আলি জিন্না দেশবিভাগের জন্য তীব্র সাম্প্রদায়িক আন্দোলন করছিলেন তখন তাঁরা কোথায় ছিলেন? নাকি মুসলমানদের ভয়ে পাথর হয়েছিলেন এবং তার দীর্ঘদিন পরে বিজেপি-র পাদস্পর্শে প্রাণ ফিরে পেয়েছেন? 'মুসলমানদের দেশভাগের দাবি মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে'— এই শ্লোগান কারা দিয়েছিলেন? ভাগ্যের কি পরিহাস! দেশভাগের পর প্রথমেই তাঁরা সেই সাধের পাকিস্তান থেকে রাতের অন্ধকারে সদলে ও সপরিবারে স্বদেশ ও স্বজাতিকে পরিত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন। মুসলিম লীগের ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার কোনো প্রতিরোধ না করে তাদের কাছে মাথা নত করে ভারতকে টুকরো টুকরো করে নিরীহ ভারতবাসীর সর্বাত্মক চরম সর্বনাশ কারা করেছিল? বিজেপি না কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট? শুধু কি তাই, স্বাধীনতার পরে দেশের মানুষকে 'উচু জাতি', 'নীচু জাতি', 'তপসিল জাতি', 'তপসিল উপজাতি', ওবিসি, মুসলমান, জাঠ, মীনা ও কূর্মি, কাহার ইত্যাদি অসংখ্য ভাগে কারা ভাগ করেছিল— বিজেপি? ধর্মনিরপেক্ষ দেশে কারা মুসলিমদের অগ্রাধিকার বীরদর্পে ঘোষণা করেছিলেন।

(২) ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯০ বিজেপি-র জন্মের আগে পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৪৩ বছরে ভারতে কি কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি? হলে তার জন্য দায়ী কে?

(৩) ১০৯৯ থেকে ১৯৪৭ এই প্রায় সাতশত বছরে মুসলমানরা ভারতে অন্তত ১৫/১৬ হাজার মন্দির ভেঙেছে, কাশ্মীর ও বাংলাদেশে এখনও ভাঙছে। তার জন্য 'ধর্মনিরপেক্ষদের' কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ একটি মাত্র বাবরি কাঠামো ভাঙার জন্য তাদের কান্নার শেষ নেই।

(৪) গুজরাটে একটা পাতা নড়লে কিংবা সুদূর হনলুলু হাওয়াতে সামান্য কোনো ঘটনা ঘটলে এই সব 'ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক' বাদীরা (এর মধ্যে বিশিষ্ট সব বুদ্ধিজীবীরাও আছেন) প্রতিবাদে কোমর বেঁধে রাস্তায় নামেন, কিন্তু ঘরের কাছে বাংলাদেশে গত সাধারণ নির্বাচনের আগে ও পরে বিএনপি-জামাত জোট যখন সেখানকার অসহায় সংখ্যালঘু হিন্দুর ঘর বাড়ি পুড়িয়ে, মন্দির-বিগ্রহ ভেঙে, জমি জায়গা দখল করে তাদের পথের ভিখারি করে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে তখন এই সব 'ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক'-বাদীদের বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করতে দেখা যায় না, রাস্তায় নামা তো দূরের কথা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

পরিশেষে, নরেন্দ্র মোদী এখনো পর্যন্ত হিন্দুত্ব সম্বন্ধে একটি কথাও বলেননি বা কোনো সাম্প্রদায়িক উক্তিও করেননি, এমনকী কেজরিওয়ালের মতো কাহাকেও জেলে পোরার ভয়ও দেখাননি। তবে 'ধর্মনিরপেক্ষ'দের এই ভয় কেন? নাকি তাঁরা কোনো অপরাধবোধে ভুগছেন?

—**সুহাস বসু,**
কলকাতা-৬০।

অনুপ্রবেশকারী নয়, শরণার্থী

বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমতে কমতে আজ তা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশের কাছাকাছি। আর পাকিস্তানও আজ প্রায় হিন্দুশূন্য। পক্ষান্তরে, ভারত গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হওয়ায় এদেশেই তাঁদের সংখ্যা আজ প্রায় ৪০ শতাংশ। তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের হিন্দুরা কেনই বা হয়ে আসছে উৎপীড়িত, নির্যাতিত এবং দেশ থেকে বিতাড়িত? হিন্দুরা ধর্মীয় সংখ্যালঘু বা বিধর্মী (কাফের)— এটাই কী এর একমাত্র কারণ? তা-ই যদি হয় তবে সেটা কী নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার, রাষ্ট্রীয় অধিকার ইত্যাদির পরিপন্থী নয়? ধর্মীয় সংখ্যালঘু অধিকার, মানবাধিকার নিয়ে যেসব আন্তর্জাতিক সংগঠন ভারতের বিরুদ্ধে সর্বদা চিলচিৎকার করে, পাকিস্তানও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেন তারা নীরব?

এ সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু সংক্রান্ত হাইকমিশনের কনভেনশনে বলা হয়েছে— 'কোনো দেশের কোনো নাগরিক ধর্ম, সংস্কৃতি বা রাজনৈতিক কারণে যদি সে দেশে নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, তবে সে অন্য কোনো দেশে আশ্রয়প্রার্থী হলে সেদেশ তাকে আশ্রয় দিতে পারে'। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের বক্তব্যও ওই একই। তাহলে বাংলাদেশী নির্যাতিত হিন্দুদের মানবিক দৃষ্টি নিয়ে এদেশে ঠাঁই দিতে আপত্তি কিসের?

তাই অসমের শিলচরের রামনগরে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতায় বাংলাদেশ থেকে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হওয়া হিন্দুদের এদেশে ঠাঁই ও ভোটাধিকার দেওয়ার যে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা শুধু ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্বই নয়; সঠিক, বাস্তবোচিত ও সমর্থনযোগ্যও বটে। অতপর বিতর্কিত 'ইন্দিরা- মুজিব চুক্তি' বাতিলপূর্বক বাংলাদেশি শরণার্থীদের নিয়ে ভণ্ড ও সংখ্যালঘু তোষণকারী সেকুলারবাদী রাজনৈতিক দলগুলির নোংরা ও হিন্দু বিদ্বেষী রাজনীতি বন্ধ হোক এবং শরণার্থীদের দেওয়া হোক নাগরিকত্ব।

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

ধর্মান্তর

স্বস্তিকা ১৮ সংখ্যায় (১৩.১.১৪) কৃষ্ণকান্ত সরকার তাঁর 'মগজ ধোলাই এর কৌশল' চিঠিতে ধর্মান্তর বিষয়ে লিখেছেন, ভারত হিন্দু ও মহান বৈদিক সভ্যতার ধারক ও বাহক— সবাইকে ধারণ করে। সর্ব ধর্মের এখানে আশ্রয়— তাই ধর্মান্তর নিষেধ করা যায় না। কিন্তু ধর্মান্তর হওয়া উচিত যদি কেহ অন্য ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে (প্রলুব্ধ করেই এটা করা হয়ে থাকে) ধর্মান্তর গ্রহণ করতে চায়, তাকে বাধ্যতামূলক ভাবে হলফনামা দিতে হবে—

(১) নিজের ধর্মে কেন তার আস্থা নেই।

(২) যে ধর্মে সে দীক্ষিত হতে চায় তাতে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ কি?

বিপরীত পক্ষে যে ধর্ম গ্রহণ করার ইচ্ছে, তাদেরও বাধ্যতামূলক ভাবে জানাতে হবে— কাকে তারা ধর্মান্তর করছে, সব নাম, ধাম, ঠিকানা সমেত তার সম্মতিপত্র ও কারণ (সবকিছুই Prescribed Form-এ)।

এছাড়া ধর্মান্তর গ্রহণকারীকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সভায় সম্মুখীন হতে হবে তার কারণগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য।

সরকারকে উপরোক্ত ভাবে না জানিয়ে যে কোনো ধর্মান্তর নিষেধ করতে হবে। এ ব্যবস্থায় অচিরে এই জুগুপ্সাজনক ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, শুধু উত্তর ভারতে এক লক্ষ মিশনারি কাজ করছে এই উদ্দেশ্যে। শাহরিয়র কবীর বলেছেন ভারতে বার্ষিক ৫০ বিলিয়ন পাউন্ড ঢুকছে ধর্মান্তরের জন্য।

—**দুলাল চন্দ্র দে,**
কলকাতা-৭৫।

নরেন্দ্র মোদী ও বর্তমান যুবসমাজ

নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী— এই নামটি বিগত দশকে রাজ্য রাজনীতিতে উদ্ভূত হলেও ২০১২ সালের শেষ দিকের থেকে দেশীয় রাজনীতিতে যেভাবে ক্রমাগত প্রসারিত হতে থেকেছে তা আমাদের যুবসমাজের কাছে নিতান্তই উদ্দীপনা ও আবেগের সঞ্চার করেছে। তাঁর বিরোধী শিবিরের ব্যক্তিরা ২০০২ সালের তথাকথিত গুজরাট দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলে তাঁকে তথা গুজরাট সরকারকে যেভাবে কালিমালিপ্ত করবার চেষ্টা করেছেন তা আমার মতে শুধু নিন্দনীয়ই নয় বরং ঘৃণ্য। সর্বোপরি আদালত তাঁকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছে, আর এটাই তো যথেষ্ট।

নরেন্দ্র মোদী হলেন বর্তমান যুব সমাজের আইকন্ (icon)। মোদীজীর দৃঢ়চেতা মনোভাব ও চরিত্রের বলিষ্ঠতা যুবসমাজের কাছে অনুপ্রেরণা স্বরূপ। বিভিন্ন জনসভা বা প্রচার মঞ্চে তাঁর সুনিপুণ বাচনভঙ্গি ও উপযুক্ত ভাষার প্রয়োগ আজকের যুবসমাজকে বহুল পরিমাণে উদ্দীপ্ত করে। এই কঠোর পরিশ্রমের মধ্যেও প্রতিদিনের নিয়মানুবর্তিতা (discipline) তিনি পালন করতে বিরত থাকেন না। নবরাত্রি উপলক্ষে টানা উপবাস এবং রোজ যোগাসনের অভ্যাস হলো এর জ্বলন্ত নজির। মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং গরিব পরিবারের যুবদের কাছে তিনি নিরলস শ্রমের মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠার এক জ্বলন্ত আদর্শ। একটি চা বিক্রেতার পরিবার থেকে আপন প্রতিভাবলে কীভাবে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সমাজে জায়গা করে নিতে হয় নরেন্দ্র মোদীর মাধ্যমেই এখনকার যুবরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। মোদীজীকে বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বড়ো ভূমিকা থাকলেও এবং সেই মুহূর্তে অনেকের আপত্তি তৈরি হলেও এই সিদ্ধান্তটি যে সঠিক হয়েছিল তা আমরা পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে লক্ষ্য করেছি। লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁর জনপ্রিয়তা জনসভাগুলিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ মানুষজনের উপস্থিতিতেই ধরা পড়ে। সব থেকে বড়ো কথা প্রায় ৬৩ বছর বয়সী একজন ব্যক্তি অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর হয়ে দেশের মানুষকে নিজ নিজ কাজে প্রবল উৎসাহের যোগান দিচ্ছেন। গুজরাটে উন্নয়নের যে মডেল তিনি বানিয়েছেন তা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের ও দিশা প্রদানকারীও বটে।

স্বাভাবিক ভাবেই ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে যুবসমাজের দৃষ্টিতে নরেন্দ্র মোদীই হতে পারেন যোগ্য তথা আদর্শ দেশনেতা।

—**অত্রি মল্লিক,**
বর্ধমান।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতিকৃতি প্রসঙ্গ

স্বস্তিকা (৬৬ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা, ১০.৩.১৪) পত্রিকায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যায় প্রথম প্রচ্ছদে মুদ্রিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপূর্বসুন্দর প্রতিকৃতিটি মুদ্রিত হয়ে শুধু যে ওই সংখ্যাটির গৌরববৃদ্ধি করেছে তাই নয়, কৌতুহলী পাঠক / ভক্তদের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রচ্ছদ পরিচিতিতে আপনারা লিখেছেন--- আনুমানিক ১৫২০ খৃস্টাব্দে গৃহীত এই চিত্রটি তৎকালীন শাসক মহারাজা প্রতাপরুদ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এই ঐতিহাসিক ছবিটি সম্বন্ধে আমাদের আরো তথ্য জানবার কৌতূহল রয়েছে। মূল চিত্রটি এখন কোথায় সংরক্ষিত রয়েছে। এর শিল্পী কে ইত্যাদি তথ্য সম্পর্কে আপনারা যদি আলোকপাত করেন তবে বাধিত হই।

—**ভূপেশ দাস,**
পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৪১।

বাংলা পঞ্জিকার মতভেদ ও মতান্তর

নবকুমার ভট্টাচার্য

পঞ্জিকা শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার হেমচন্দ্র বলেছেন, যাতে নিরন্তর ব্যাখ্যা আছে তার নাম টীকা এবং যাতে নিরন্তর পদ ভঞ্জন রয়েছে তার নাম পঞ্জিকা। চলতি কথায় পাঁজি। বর্তমানে আমাদের দেশে দু'রকম পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে— দৃক্‌সিদ্ধ এবং অদৃক্‌সিদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গে বহুল প্রচলিত পঞ্জিকা 'গুপ্তপ্রেস' ও 'পি এম বাগচী' হলো অদৃক্‌সিদ্ধ এবং ভারত সরকারের 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' আর 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' হলো দৃক্‌সিদ্ধ। এখন এই দৃক্‌সিদ্ধ ও অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাগুলির মতভেদ ও মতান্তর নিয়ে প্রতিবছরই সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হন। কেন এই মতভেদ ও মতান্তর?

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা গণনাপদ্ধতি হয়ে থাকে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রাবলির ভিত্তিতে এবং ইলেকট্রনিক কমপিউটারের সাহায্যে। এর ফলে এইরকম পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের সঙ্গে রাতের আকাশে দূরবীন দিয়ে দৃশ্যমান চন্দ্র ও গ্রহের অবস্থানের কোনওরকম পার্থক্য থাকে না। তিথি ও নক্ষত্রের সময়ও গণনা করা হয়ে থাকে একেবারে নির্ভুল সূর্য ও চন্দ্রের অবস্থান থেকে। আর প্রাচীনপন্থী পঞ্জিকাকাররা তাঁদের গণনার জন্য সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থের ওপর নির্ভর করে থাকেন। ওই গ্রন্থ আনুমানিক ৪০০ খৃস্টাব্দে এই ভারতে রচিত হলেও তখন দূরবীন যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি এবং মানমন্দির বলে বিশেষ কিছু গড়ে ওঠেনি। মাপজোখের যন্ত্র খুব সূক্ষ্ম ছিল না। খালি চোখে দেখে এমন সব গণনা তখনকার জ্যোতির্বিদরা আমাদের দেশে করতেন যা আজও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সারা পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমাদের সূর্যসিদ্ধান্ত একটি মহা মূল্যবান গ্রন্থ বলে চিরকাল পরিগণিত হবে। কিন্তু বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞান অত্যন্ত প্রগতিশীল। অনবরত এর সূত্রাবলির সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন। যে প্রাচীন সময়কালে সূর্যসিদ্ধান্ত রচিত হয়েছিল সেই সময়ে ওই গ্রন্থের সূত্রাবলির সাহায্যে গ্রহের অবস্থান গণনা করলে তা নির্ভুল হোত। বিশেষজ্ঞদের মতে কিন্তু আজকে ওই সূত্রাবলির সাহায্যে গণনা করে যে তথ্য পাওয়া যায় তা সঠিক নয়। কারণ এই গণনার দৃশ্যমান গ্রহের যে অবস্থান পাওয়া যায় তা আকাশে দৃশ্যমান গ্রহের অবস্থানের সঙ্গে মেলে না। তার মানে এই গণনালব্ধ তথ্যাদি দৃক্‌সিদ্ধ নয়। তবুও অদৃকসিদ্ধ পঞ্জিকার মূল তথ্যাদির গণনা আজও এই সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তি করেই চলছে। পঞ্জিকার সর্বপ্রধান অঙ্গ হল তিথি, আর সেই তিথি গণনার ব্যাপারে এদের একটিই মূল সংজ্ঞা, সেটি হলো—'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়'। এর অর্থ হলো, তিথিবৃদ্ধি ৬৫ দণ্ডের অধিক হবে না এবং তিথিহ্রাস ৫৪ দণ্ডের কম হবে না। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞানভিত্তিক গণনায় দেখা যায় তিথির সময়ের সীমা 'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়'-এর সংজ্ঞা একেবারেই মেনে চলতে পারে না। এক এক সময় এমন হয় যখন অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা এবং দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাতে দেওয়া তিথির সময়ের পার্থক্য ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত হাতে দেখা যায়। আর গ্রহ অবস্থানে থাকে ১১ ডিগ্রির পার্থক্য। এই পার্থক্য প্রসঙ্গে প্রাচীনপন্থীরা বলে থাকেন, পাশ্চাত্য মতে 'বিম্বোৎক্ষিপ্তি' সংস্কার দ্বারা সূর্যের উদয় অস্ত গণিত হয় বলে অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার মুহূর্তে মানের পার্থক্য দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকায় দেখা যায়। এ কারণেই কোনও কোনও বছর দুর্গাপুজো বা সরস্বতীপুজোর তারিখ দুটি পঞ্জিকায় দু'রকম থাকে। প্রাচীনপন্থীরা বলে থাকেন, দিন মুহূর্ত হল দিনমানের ১/১৫ অংশ এবং রাত্রি মুহূর্ত হলো রাত্রিমানের ১/১৫ অংশ। দৈনন্দিন শ্রাদ্ধাদি ও পূজাদির ব্যবস্থা এই মুহূর্তমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাই পাশ্চাত্য মতে 'বিম্বোৎক্ষিপ্তি' অনুসারে সূর্যোদয় প্রমাণিত নয়। অদৃক্‌সিদ্ধ মতে, গুহ্যসংগ্রহোক্ত বৈদিকবচনে সূর্যরশ্মি-সহ সূর্যমণ্ডলের প্রকাশকেই উদয় বলে। তবে এই দুই মতাবলম্বীর মধ্যে উদয়াস্ত গণনা বিতর্ক এখনও পর্যন্ত অমীমাংসিত। গণিতাচার্য নির্মলচন্দ্র লাহিড়ি তাঁর পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর গ্রন্থে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় প্রসঙ্গে বলেছেন, চন্দ্রের দৈনিক গতি সূর্যের দৈনিক গতি অপেক্ষা তেরোগুণেরও অধিক। অমান্তকাল হতে আরম্ভ করে যে সময় চন্দ্র সূর্যের বারো অংশ অগ্রবর্তী হয় সে সময়ের নাম প্রতিপদ তিথি। এরূপ অমান্তকাল পর্যন্ত ৩০টি তিথি কল্পিত হয়েছে। বৈদিক গ্রন্থাদিতে তিথি শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ অনুসন্ধান করলে বর্তমান প্রচলিত 'বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়' বাক্যের কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তবু এই বাক্যটি নিয়েই যত মতবিরোধ ও মতান্তর। আমাদের রাজ্যে পঞ্জিকা সংস্কারের পথিকৃৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রায় ১৩০ বছর আগে তিনি এ বিষয়ে আন্দোলন করেন ও সেই যুগের পণ্ডিতগণ যেমন মদনমোহন মালব্য, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি প্রমুখরা সংস্কারের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। ১৮৯০ সাল অর্থাৎ ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রথম পঞ্জিকা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হয়। এরপর ১৯৫৩ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একটি পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠন করেন, যার সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা। এই কমিটি ১৯৫৫ সালে সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতিতে পঞ্জিকার সমস্ত তথ্যাদি গণনার সুপারিশ করেন। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং বিশুদ্ধ ও দিক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকার আদর্শ হিসেবে ইংরেজি, বাংলা ও আরও ১০টি ভারতীয় ভাষায় প্রতি বছর 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ', প্রকাশ করেন। ভারত সরকার বিশুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা 'রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ' প্রকাশ করলেও বাংলায় অদৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকাই এখনও পর্যন্ত বেস্ট সেলার। ৩৪ বছর কমিউনিস্ট শাসনে থেকেও বাঙালির গোঁড়ামি কাটেনি। প্রাচীনপন্থীরা অবশ্য বলে থাকেন, আমাদের দেশে ধর্মচর্চা শাস্ত্র মেনে হয়, বিজ্ঞান মেনে হয় না। সত্যিই কি তাই! ভারতেও এখন বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের সমন্বয় নিয়ে গবেষণা চলছে— এ খবর অনেকেই রাখেন না।

হিন্দুশাস্ত্রে পরলোকতত্ত্ব (থিওসফি)

রবীন সেনগুপ্ত

থিওসফি হলো পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক রহস্যপূর্ণ একটি বিষয়। বিশ্বের নানা উন্নত দেশে থিওসফি নিয়ে পঠন লিখন ও প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যে ক্লাব, সোসাইটি ইত্যাদি আছে। তার মধ্যে অ্যানি বেসান্তের থিওসফিক্যাল সোসাইটির নাম অনেকেই শুনেছেন। কোনো কোনো কলেজে থিওসফি নিয়ে পড়ানো হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে আর যে সমস্ত বিষয় নিয়ে পড়ানো হয় সেই বিষয়গুলি ভাল না লাগলে বা বুঝতে না পারলেও সবাই বিষয়গুলির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। থিওসফি ও অ্যাস্ট্রোলজি হলো এমন দুটি বিষয় যে বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানসম্মত সিলেবাস থাকা সত্ত্বেও অনেকেই এই বিষয় দুটিতে বিশ্বাস করেন না বা সন্দেহ পোষণ করেন। সে যাই হোক না কেন, এই পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে ভারতবর্ষ তথা সনাতন হিন্দুধর্ম যথারীতি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে বিশ্বে— সেই স্মরণাতীতকাল থেকে।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব যে মৃত্যুর পর জীবদেহের অস্তিত্ব আদৌ বিজ্ঞানসম্মত কিনা? এই ব্যাপারে যেটা বলার সেটা হলো যে ভরের নিত্যতা সূত্র অনুযায়ী যে-কোনো পদার্থের ভর অবিনশ্বর, শক্তিও অবিনশ্বর। কেবল একরূপ থেকে আর একরূপে পরিবর্তন করা যায় এগুলির। তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই মানুষ-সহ যে-কোনো প্রাণীর মৃত্যুর পর তার অভ্যন্তরস্থ শক্তি অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সব শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর পর— এই ধারণাটাই অবৈজ্ঞানিক। বরফ থেকে যদি জল আর জল থেকে যদি অদৃশ্য জলীয় বাষ্প হতে পারে, তাহলে মানুষ থেকে দেবতার শরীর বা সাধারণের অদৃশ্য প্রেতের শরীর হওয়াটা অবিশ্বাস্য নয় মোটেই। এতজন সাধক-সাধিকা ও অন্যান্য মানুষের যে দেব দেবী ও প্রেত দর্শন হয় তার মধ্যে কিছু কিছু চোখের ভুল, মনের ভুল বা মিথ্যা প্রচার হতে পারে। কিন্তু যা রটে তার কিছু তো ঘটেই। সুতরাং প্রেততত্ত্ব কখনই ফেলে দেওয়ার মতন নয়।

হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী সমস্ত প্রাণীর দেহই পরমাণুর সংযোগে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। তার মধ্যে কিছু শরীর মাতৃগর্ভে বা বীজের মধ্যে একটু একটু করে তৈরি করে ঈশ্বরের অদৃশ্য তরঙ্গ। আবার কিছু শরীর সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শূন্যেই পরমাণু রাশিকে সংহত করে পোশাক সমেত তৈরি করে দেন ঈশ্বর। এই সূক্ষ্ম শরীরগুলি সবাই দেখতে পায় না। সবাই যেমন আঁকতে পারে না, গাইতে পারে না, সংসার করতে পারে না, খেলতে পারে না, সবার যেমন দেশপ্রেম থাকে না, স্বাভিমান বোধ থাকে না, আধ্যাত্মিক অনুভূতি থাকে না, ঠিক তেমনই সবার চোখে প্রেতশরীর বা দিব্যদেহ ধরা পড়ে না। কারো কারো চোখে ধরা পড়ে। যোগ সাধনার দ্বারা দিব্যদৃষ্টি তৈরি করার পদ্ধতিও দেওয়া আছে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলির নানা শাখায়। অনেকের মধ্যে আবার ছোটবেলা থেকেই দিব্যদৃষ্টি থাকে। তীর্থসেবা, সাধুসঙ্গ দ্বারাও এই দৃষ্টি লাভ হয়। যাঁরা এই ব্যাপারে জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী নন বা যোগ, তীর্থসেবা করেন না তাঁরা কখনই এগুলিকে দেখতে ও বুঝতে পারেন না। স্বভাবতই এতে তাঁদের ক্রোধ ও ঈর্ষার সৃষ্টি হয়। তাঁরা তখন এই সব দিব্য ও ভৌতিক বিষয়গুলিকে মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। কিন্তু তাঁদের এত নেতিবাচক হিংস্র প্রচার সত্ত্বেও যাঁরা দিব্য দর্শন ও অনুভূতি পান তাঁদের পাল্টা প্রচার ও কার্যকলাপের ফলে সারা বিশ্ব জুড়েই দৈব ও ভৌতিক বিষয়ের চর্চা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অশিক্ষিত মানুষ, অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষের মধ্যে যেমন এই সব বিষয়ে চর্চা আছে তেমনই গ্রাম ও শহরে প্রচুর উচ্চ মেধার শিক্ষিত মানুষও এ নিয়ে চর্চা করেন। চিকিৎসা যেমন ওঝা, গুনিন-রা কিছু করে, আবার পাশকরা ডাক্তারাও করেন। পরলোকতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে।

বিজ্ঞান নিজেই স্বীকার করে যে ৪০০০ থেকে ৮০০০ অ্যামস্ট্রং আলোক তরঙ্গের মধ্যে কোনো বস্তু থাকলে তবেই সাধারণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষেরা তা দেখতে পান। আর কুড়ি থেকে কুড়ি হাজার হার্জের মধ্যে কোনো শব্দ হলে সাধারণে তা শুনতে পায়। অর্থাৎ কিনা সবাই সব দেখতে ও শুনতে পায় না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও অনেক বিজ্ঞানী মানতে চান না যে তাদের জ্ঞানের বাইরেও কিছু থাকতে পারে। এর কারণ হলো বিজ্ঞানের হঠাৎ করে লাভ করা কিছু সাফল্য। এই হঠাৎ সাফল্যই বিজ্ঞান-জানা কোনো কোনো ব্যক্তিকে অতি অহঙ্কারী করে তুলেছে। হিন্দুশাস্ত্র অনুযায়ী গোটা পৃথিবী জুড়ে ও আকাশের প্রায় অধিকাংশ গ্রহে সব দেবদেবী, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, বেতাল, নাগ, কুষ্মাণ্ড, গুহ্যক— ইত্যাদি প্রজাতির ব্যক্তিত্বরা বসবাস করেন। এরা সকলেই শূন্যে গমন, অদৃশ্য হওয়া, জলের নীচে থাকা, মাটির নীচে বসবাস এই সব করতে পারেন। কোনো বিজ্ঞানীই অন্য গ্রহে নেমে বা যান প্রেরণ করে এদের দেখতে পাবেন না। তাই তাঁরা বলেন যে ধারে কাছে কোনো গ্রহেই সভ্যতা তো নেই, এমনকী প্রাণও নেই। কিন্তু যে ঈশ্বর এই পৃথিবীতে এত প্রাণ গড়েছেন তিনি আর সব গ্রহ ফাঁকা রাখবেন কেন? অন্য স্তরে অন্য ডাইমেনসনে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে সভ্যতা থাকা উচিত। এই ভিন্ গ্রহের প্রাণীরাই হিন্দু শাস্ত্রে দেবদেবী নামে পরিচিত। এরা মনুষ্য হিসাবে জন্মও নেন। নানা ভাবে সমাজে প্রভাব বিস্তারও করেন। এদেরই নিয়ে বিপুল এক জগৎ আছে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে। থিওসফি তাই বিষয় হিসাবে যথেষ্ট মনোযোগের দাবি রাখে।

মনীষীর মা

রবীন্দ্র-জননী সারদা দেবী

রূপশ্রী দত্ত

সারদাদেবী (১৮৩০-৭৫) তৎকালীন বাল্যবিবাহের যুগে, কলকাতার জোড়াসাঁকো-র বৃহৎ ঠাকুর পরিবারের বধূ হয়ে এসেছিলেন। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্বশুর দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ঠাকুরবাড়ির রমরমা। তৎকালীন যুগের পক্ষে অতিমাত্রায় প্রগতিশীল দ্বারকানাথের ছিল সাহেব-মেমদের সঙ্গে ওঠাবসা। তাঁর দেওয়া পার্টিতে যোগদান করতে পারলে, তারা নিজেদের ধন্য জ্ঞান করত। বাণিজ্যে, ধনে, মানে, শিক্ষাদীক্ষায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তখন ঠাকুরবাড়ি কলকাতার শীর্ষস্থানীয় পরিবার।

সারদা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তৎকালীন সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি সংস্কৃতি জগতের খবর তিনি সাগ্রহে অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। রামায়ণ, মহাভারত তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। ধর্মে কর্মে, পূজার্চনায়ও তিনি নিষ্ঠাবতী ছিলেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও সৌন্দর্যচেতনা তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যেও সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও কবি; সত্যেন্দ্রনাথ মেধাবী ও কর্মজীবনে অত্যন্ত সফল; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার। আর রবীন্দ্রনাথ তো জননীর প্রাথমিক শিক্ষা, সৌন্দর্যচেতনা, সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ পূর্ণমাত্রায় লাভ করে সেই স্বর্ণবৃত্ত সম্পূর্ণ করেছিলেন।

ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী, সন্তানরা পরিচারকদের তত্ত্বাবধানেই মানুষ হত। যাকে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে বলেছিলেন— ভৃত্যরাজকতন্ত্র। তাই, সারদা জননী হিসেবে সন্তানদের শৈশবে কোনওদিনই কাছে পাননি। শিশু সন্তানদের সঙ্গে তাঁর বরাবরই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল। এ দুঃখ রবীন্দ্রনাথেরও ছিল। হয়তো জননী সারদার-ও ছিল। তবু মাঝে মাঝে সারদা বালক রবিকে ডাকতেন সর-ময়দা সহযোগে ত্বক পরিচর্যা করতে। সারদা ও তাঁর খুড়ি-মার মহাভারত পাঠের আসরেও মা ডেকে নিতেন কনিষ্ঠপুত্র রবিকে। এসব খণ্ডচিত্র রবীন্দ্রনাথ শব্দের রঙ তুলিতে এঁকে গেছেন পরিণত বয়সে। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই গৃহত্যাগী হতেন। পর্যটন শেষে, অল্পদিনের জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। বৃহৎ সংসারের গৃহিণী হিসেবে সুচারুভাবে খুঁটিনাটি সাংসারিক দায় ঝামেলা সারদা সামলাতেন। কিন্তু তাঁর শরীরে ক্রমশই ভাঙন ধরছিল। অবশেষে ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তাঁর প্রয়াণ ঘটল। রবীন্দ্রনাথ তখন চোদ্দ বছরের কিশোর। তাঁর জীবনে নেমে এল সর্বপ্রথম ও প্রধান আঘাত। সে রাত্রে বাড়ির পরিচারিকার হাহাকার— 'ওরে তোদের কি সর্বনাশ হলো রে'— পরিণত বয়সেও তাঁর অনুভূতিতে স্পষ্ট ছিল। সেই মা, যিনি মাঝে মাঝে ডাকতেন, কাছে বসাতেন, গল্প বলতেন, আট বছর বয়সে লেখা প্রথম কবিতা দেখে শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন— তিনি আর কোনওদিনই ফিরবেন না। বালক রবির সত্তা আমূল আন্দোলিত হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, বাল্যকালে দেখা মায়ের ছবি তিনি ফুটিয়েছেন তাঁর 'শিশু' কাব্যের 'লুকোচুরি' কবিতায়। সারদা এখানে সম্পূর্ণ জীবন্ত হয়ে উঠেছেন।

"স্নানটি করে চাঁপার তলা দিয়ে
আসবে তুমি পিঠেতে চুল ফেলে
এখান দিয়ে পুজোর ঘরে যাবে
দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার খোকার গায়ের গন্ধ আসে।

দুপুরবেলা মহাভারত হাতে
বসবে তুমি সবার খাওয়া হলে
গাছের ছায়া ঘরের জানালাতে
পড়বে এসে তোমার পিঠে, কোলে
আমি আমার ছোট্ট ছায়াখানি
দোলাব তোর বইয়ের পরে আনি
তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে
তোমার চোখে খোকার ছায়া
ভাসে।"

আকুল আর্তিতে রবীন্দ্রনাথ সারদাকে জীবন্ত করেছেন যখন তিনি শিশির ভেজা শিউলি রুমালে বেঁধে কপালে, গালে প্রলেপ দিয়ে অনুভব করেছেন তাঁর অলৌকিক স্পর্শ।

নবাঙ্কুর

ছোটদের আন্তরিক উদ্যোগ

বই দিবস আর নিরূপ

কৌশিক গুহ

এপ্রিল মাসের ২৩ তারিখ বই দিবস— এটা কখনও ভুলতে চায়নি নিরূপ। ওই দিনে বই নিয়ে কিছুটা হইচই চলে চারপাশে। তার মধ্যে যোগ দেবার তাগিদ মনের ভিতরে আসে। বই নিয়ে সারা বছরই মেতে থাকে। একটা দিন যদি বিশেষভাবে কাটে মন্দ কি! পাড়ার শিশিরকাকু বলেছিল, 'এবছর বই দিবসে আমরা কিছু গরিব ছেলেমেয়েকে বইখাতা পেনসিল দেবো।' প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল সকলে। শুধু সৌমিত্র বলেছিল, 'এর সঙ্গে কিছু খাবার ভরা প্যাকেট ওদের দেওয়া যায় না কি?' অভিজিত-জেঠু বলেছিল, 'বাজেট একটু বাড়বে ঠিকই। তবে খাবার দেওয়ার প্রস্তাব মানা হবে।' নিরূপরা ঠিক করেছিল তিনশো জন ছেলেমেয়েকে বই খাতা পেনসিল খাবার দেওয়া হবে। এলোমেলো ব্যাপার নয়। স্কুলের কোনো পাঠ্য বই কেনা হবে না। ছোটোদের জন্যে সহজভাবে লেখা কুড়িটা বই বেছে নেওয়া হবে। প্রত্যেকটা বই কেনা হবে ১৫ কপি করে। খাতা পেনসিল নিয়ে সমস্যা নেই। দুটো করে খাতা আর একটা পেনসিল প্রত্যেককে দেওয়া হবে। কি কি বই কেনা হবে ঠিক হয়ে গেল। বই পাড়ার সঙ্গে ভালো যোগাযোগ অজিত-জেঠুর। নিরূপদের পরিকল্পনা জেনে তিনি বললেন, 'তোমরা একটা চিঠি লিখে কয়েকজন প্রকাশককে বলো যতটা সম্ভব ছাড়ে বইগুলো তোমাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করতে।' নীতিনকাকু চটপট চিঠি লিখে ফেলল সুন্দর বাংলায়। চিঠি দিয়ে এলো অজিত জেঠুর সঙ্গে নিরূপ আর সৌমিত্র গিয়ে। দুজন প্রকাশক বললেন, 'আমরা বাড়তি ছাড় কাউকে দেবো না আপনাদেরও দিতে পারবো না। তবে প্রত্যেকের জন্যে পশুপাখি কার্ড দেবো। পয়সা লাগবে না।' তিনজন প্রকাশক চিঠি পড়ে বললেন, 'সুন্দর কাজ। আমরা দশটা বই-এর দাম নেবো ছাড় দিয়ে। পাঁচটা বইয়ের দাম নেবো না।' চারজন প্রকাশক বললেন, 'আমরা বইগুলোর সঙ্গে একটা করে প্যাকেট দেবো।' পাঁচজন প্রকাশ বললেন, 'আমরা বইয়ের সঙ্গে দেবো কয়েকজন মনীষীর ছবি।' ওইভাবে বই জোগাড় হয়ে গেল। ওরা যত টাকা বই কেনার জন্যে রেখেছিল তার থেকে অনেক কমে হলো। প্রত্যেকে যাতে প্যাকেটের মধ্যে বই পায় তার ব্যবস্থাও হলো। যে চারজন প্রকাশক প্যাকেট দেবেন বলেছিলেন তাঁর নিজেরা ঠিক করলেন তিনশো প্যাকেট তৈরি করে দেবেন। তাতে লেখা থাকবে 'বই পড়ো, হও বড়ো। বই দিবসের ডাকে এসো সাড়া দিই।'

খাতা পাওয়া গেল সুকেশকাকুর চেনা দোকান থেকে। তারা বলল, 'খাতাগুলোর আলাদা মলাট তৈরি করে দেবো বই দিবস নিয়ে। দামও যতটা সম্ভব কম নেওয়া হবে।' তাই হলো। পেনসিল কেনা হলো প্যাকেট দরে। সেখানেও বাড়তি ছাড় মিলল। বই দিবসের আগে সব জিনিস চলে এলো চঞ্চলকাকুদের বাড়ি। ওখানে অনেক জায়গা। কাজের সুবিধে। ঠিক হলো বই দিবস নিয়ে ছোট্ট অনুষ্ঠান হবে। বই নিয়ে কেউ কেউ কিছু বলবে। পোস্টার প্রদর্শনী হবে। একশোর বেশি পোস্টার পাঁচজন মিলে লিখে এঁকে ফেলল। নিরূপ দেবাশিস অঞ্জন কিশোর অভ্র। শিশিরকাকু খাবারের ব্যবস্থা করল। খাবারের খরচ পাওয়া গেল কয়েকজনের কাছে। অন্যান্য খরচ সামলাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল সহজে। বই দিবসে বেশ মাতামাতি হলো সারাদিন ধরে।

ছোটোরা বই পেয়ে খুব খুশি। নতুন বইয়ের গন্ধ সত্যিই অন্যরকম। পাড়ার যেসব ছেলেমেয়ে বই দিবসে এলো তাদের তপনকাকু একটা করে বই উপহার দিল। বই নিয়ে মাতামাতি করে ছোটোরা আনন্দ পেল। বড়োরাও। নিরূপ সেদিন রাতে কয়েকটা নতুন বই দেখেছিল। বই তো তার বন্ধু বরাবরই। পড়তে শেখার আগে থেকে বই পেয়েছে। বই-সঙ্গ তার সবসময় প্রিয়। 'রোজই কিছু-না-কিছু পড়বে'— একথা বলেছিলেন অজয়-স্যার। কথাটা মেনে চলে। নতুন বইগুলো পুরনো হয়। নিরূপের কাছে সব বই-ই নতুন। ভালো লাগা আর ভালোবাসা মিশে থাকে। বইয়ের যত্ন করতে শিখেছে ছোটো থেকে। বই দিবস রাতে বাবা একটা বই উপহার দিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'। এই বইটা আগে পড়েছে কয়েকবার। নিজের সংগ্রহে এসে যাওয়ায় খুব খুশি। নিরূপ তার বাবা-মা-কে দিয়েছিল একটা বই। তার প্রিয় লেখিকা লীলা মজুমদারের লেখা 'পাকদণ্ডী'।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

রিয়া আর জন্মদিনে পাওয়া বই

এবছর রিয়ার জন্মদিনের অনুষ্ঠান পিসির বাড়িতে হবে ঠিক হয়েছিল। দাদাই-এর শরীর বেশ খারাপ বলে বাবার মন ভালো নেই। বাড়িতে হইচই হোক—এটা চায়নি। রিয়ারও মন ভালো নেই। দাদাই তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক— এটাই সে রোজ মনে মনে চায়। পিসেমশাই পিসতুতো দাদা আর পিসি ঠিক করেছিল ছোট্ট অনুষ্ঠানের। রিয়াকে সকলে পছন্দ করে। সকালে দাদাইকে প্রণাম করতে যেতেই বলল, 'ফিরে ফিরে আসুক দিনটা।' রিয়া বলল, 'তুমি ভালো হয়ে ওঠো। সবাই মিলে বেড়াতে যাবো।' দাদাই বলল, 'আমিও তো তাই চাই। কিন্তু তা কি আর হবে!' রিয়ার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল বুঝতে পেরে দাদাই বলল, 'টেবিলের উপর তোমার জন্যে দু'শো টাকা রাখা আছে। এবারে বই কিনে আনতে পারলাম না। তুমি যা খুশি কিনে নিও।' রিয়া জানে দাদাই খুশি হবে বই কিনলে। সে যে বই পছন্দ করে খুব বেশি— এটা দাদাই জানে।

পিসির বাড়িতে রিয়ার জন্মদিনের অনুষ্ঠান কয়েকজন ছিল। গান, আবৃত্তি— এসব হলো। রিয়ার মা-বাবা এসেছিল সন্ধেবেলা। রিয়া আর দাদা সপ্তর্ষি এসেছিল সকালে। দাদাইকে সারাদিন দেখাশোনা করে নমিতা পিসি। সন্ধের পর সে চলে যায়। বাবা অফিস থেকে ফিরে কোথাও যায় না। দাদাই-এর দেখাশোনা করে। রিয়ার জন্মদিনে নমিতা পিসি একটু বেশিক্ষণ ছিল। রিয়ার মা বলেছিল, 'আমরা তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো।' ফিরে আসার পর বাড়ি গিয়েছিল নমিতা পিসি। রিয়া আর সপ্তর্ষি রয়ে গিয়েছিল পিসেমশাইদের বাড়িতে।

রাত একটু গভীর হতে সকলে যখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে বাবাকে ফোন করে বলল কাঁদো কাঁদো গলায়, 'আমার একটুও ভালো লাগছে না। আমাকে নিয়ে যাও।' অত রাতে কি করে আসবে। বাবা বলল, 'সকালে গিয়ে নিয়ে আসবো।' ঘুম এলো না রিয়ার চোখে। চারটের সময় পিসি উঠে দেখে আদরের ভাইঝি জেগে বসে আছে। পিসিকে জিগগেস করল রিয়া, 'সকাল হতে কত বাকি?' পিসি আদর করে গল্প বলে ঘুম পাড়াল ভাইঝিকে। পিসি জানত মা-বাবাকে ছেড়ে রিয়া থাকতে পারে না। জন্মদিনের হইচইতে মেতে বলেছিল 'থাকবো'। তারপরই মন খারাপ। সকালে রিয়ার বাবার আসতে একটু দেরি হয়েছিল। পিসি সকলকে বলেছিল, 'রিয়া ঘুমোচ্ছে। ওকে কেউ জাগাবি না।' রিয়া তার বাবার সঙ্গে চলে আসার আগে পিসিকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। জন্মদিনে অনেকগুলো বই উপহার পেয়েছে রিয়া। আরও অন্য জিনিস। পিসি সুন্দর পোশাক দিয়েছে। রিয়া বলল, 'ওসব তোমরা যেদিন যাবে নিয়ে যেও। আমি একটা বই শুধু নিয়ে যাচ্ছি।' পিসি বলল, 'কাল দোকানে গিয়ে সেই বইটা কিনেছিল। বলেছিল দাদাই টাকা দিয়েছে পছন্দের বই কিনতে।' রিয়া বাড়ি ফিরে প্রথমে বইটা দাদাইকে দেখাবে। তারপর ঘুমোবে। পরে পড়বে বইটা।

বইমিত্র

সর্বকনিষ্ঠ ওয়েব ডিজাইনার শ্রীলক্ষ্মী সুরেশ

আঁখি মহাদানী মিশ্র

কন্যাভ্রূণ হত্যা বা কন্যাসন্তান জন্মালে গৃহবধূর লাঞ্ছিত হওয়ার দিন বোধহয় শেষ হতে চলেছে। কন্যারা প্রমাণ করছে তারাও কোনো অংশে কম নয়। দক্ষিণ ভারত এ ব্যাপারে অগ্রণী। একের পর এক বিস্ময়কর নারী-প্রতিভার জন্ম দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। এই রকম বিরল প্রতিভার জন্ম ১৯৯৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কেরলের কোঝিকোড়ে। এই ছোট্ট প্রতিভাটি দেখতে ছোট হলেও কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ছোট নয়। সে বর্তমানে পৃথিবীর কনিষ্ঠতম ওয়েব ডিজাইনার। ভারতের বিভিন্ন ওয়েবসাইট তৈরির জন্য মাত্র ৮ বছর বয়সেই বিখ্যাত হয় আশ্চর্য প্রতিভার অধিকারী শ্রীলক্ষ্মী সুরেশ।

শ্রীলক্ষ্মী সুরেশের বাবা সুরেশ ম্যানন— পেশায় উকিল। তিনি কালিকট বার-কাউন্সিলের উকিল। মা বিজু সুরেশ সাধারণ গৃহবধূ। বাবা-মা'র কথানুসারে শ্রীলক্ষ্মী মাত্র চার বছর বয়স থেকে কমপিউটার ব্যবহার ও ডিজাইন করা শুরু করে। তার বয়সী শিশুরা যখন কার্টুন দেখতে ভালোবাসে, পুতুল খেলতে ভালোবাসে তখন সে ভালোবাসত কমপিউটার নিয়ে খেলতে। কমপিউটারের নানাবিধ ব্যবহার ও প্রয়োগ শেখে কমপিউটার নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ছাত্রীটির কমপিউটার নিয়ে কাজ করা নতুন ও কঠিন ছিল না। যে কোনো কমপিউটারের কাজ সে অনায়াসে করতে পারত। Presentation H.S. School-এ পাঠরত অবস্থায় সে স্কুলের ওয়েবসাইট ডিজাইন করে যেটি কেরল রাজ্য সরকারের বনমন্ত্রী বিনয় বিশ্বম্ ২০০৭ সালের ১৫ জানুয়ারি উদ্বোধন করেন। এরপরই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনে কভারেজ পায়।

এরপর পালা পুরস্কারের। একের পর এক পুরস্কারে ভূষিত হয় ছোট্ট বয়সেই। স্বদেশী ও বিদেশী বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত হয় ছোট্ট শ্রীলক্ষ্মী সুরেশ। ভারত সরকার প্রদত্ত পুরস্কারগুলি হলো 'তপস্যা এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড' (২০০৭), 'বর্ণম' (২০০৭), 'পুরস্কারম্'। 'লায়ন্স ক্লাব বিগ্ অ্যাচিভার অ্যাওয়ার্ড' ২০০৭-২০০৮ পরপর দুবার পায়। স্বদেশী সায়েন্স মুভমেন্ট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পায় ২০০৮ পরপর দু'বার পায়। স্বদেশী সায়েন্স মুভমেন্ট এক্সসেলেন্স অ্যাওয়ার্ড পায় ২০০৭ সালে।

ভারত সরকারের মহিলা এবং শিশু কল্যাণ দপ্তর ২০০৮ সালে ব্যতিক্রমী কৃতিত্বের জন্য 'জাতীয় শিশু পুরস্কার'-এ ভূষিত করে। ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি নিউ দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

আমেরিকার 'গ্লোবাল ইন্টারনেট ডাইরেকটরিস্ গোল্ড অ্যাওয়ার্ড' পায় ২০০৮-২০০৯ সালে। আমেরিকান অ্যাসোসিয়েসন অফ ওয়েব মাস্টারস মেরিট অ্যাওয়ার্ড পায় সে ছোট্ট বয়সে। এই সংস্থার পুরস্কারের জন্য অনেকজনই লাইনে দাঁড়িয়ে, তবে সে পুরস্কারের আশা না করেই হঠাৎ করে তার কৃতিত্বের জন্য এই সেরা সম্মানে ভূষিত হয়। এই সংস্থা কেবলমাত্র তাকেই পরিণত বয়সের আগেই সদস্যপদ দিয়েছে। সে সর্বকনিষ্ঠ CEO (AAW-CEO-Donna Snyder)। তার ওয়েব ডিজাইনিং-এর কৃতিত্বের জন্য এই পুরস্কারটি তার পুরস্কারমালার মধ্যমণি।

সে ওয়েব ডিজাইনিং-এর ব্যাপারগুলির সঙ্গে পরিচিত হয় তার বাবার হাত ধরে। বাবা তার প্রতিভার লক্ষণ দেখে তাকে ওই দিকেই বেশি আগ্রহী করে তোলেন। ঠিক প্রতিভাকে ঠিক দিকে চালনা করার জন্য সে বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে বারবার। ছোটদের ম্যাগাজিন 'চাঁদমামা'তে সে লেখে— ''যখন আমি ক্লাস থ্রি-তে পড়ি তখন আমার বাবা আমাকে একটি ওয়েবসাইট দেখায় যেটি তৈরি করে অজয়পুরী নামে এক যুবক। বাবা আমাকে বলে— 'চাইলে তুমিও পারবে'। আমি এটি শুনে শিহরিত হয়ে উঠি।''

২০০৭ সালে স্কুলের ওয়েবসাইট তৈরি করলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তখন একটি আই টি কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ইতিহাস তৈরি করে। তখন থেকে সে প্রায় ১৬ জনেরও বেশি ওয়েবসাইট তৈরি করেছে— যেগুলির মধ্যে তার নিজস্ব ওয়েবসাইটও আছে। তার নাম www.sreekutti.com। তার নতুন ওয়েবসাইটটি কেরলকে নিয়ে— www.stateofkerala.in

বিহার কি ভারতের ভবিষ্যৎ?

অতিথি কলম

তভলীন সিং

কয়েকদিন আগে গত ১৫ বছরের মধ্যে এই প্রথমবার আমি বিহার গেলাম এবং এই ধারণা নিয়ে ফিরলাম যে, ভারতের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন, অথচ আগে আমার এই ধারণা ছিল না। এই নয় যে, বিহারে কিছুই বদলায়নি অথবা কোনও উন্নয়ন হয়নি। তা সত্ত্বেও আমি যে সব অঞ্চলে গিয়েছি এবং যা বুঝেছি তার সোজাসাপটা ধারণা হলো যে, সরকার মানুষের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধানে ব্যর্থ। এটা সত্য যে, এই সমস্যা অন্য রাজ্যেও রয়েছে, তবু বিহারের বিষয়টা অন্য মাত্রার, কারণ এখানকার সমস্যাগুলি বদলেছে। যে পথে আমি গ্রামীণ বিহার ঘুরেছি, আমি আমার আগের ভ্রমণকালেও প্রায়শই এই পথেই ঘুরতাম। এই পথটি হলো পাটনা থেকে বোধগয়া— যেখানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মানুষের নিরাপত্তা ছিল এতটা নড়বড়ে যে, নীতিশ কুমারের রাজ্যাভিষেকের সময়েই জেহানাবাদ সেন্ট্রাল জেল থেকে নকশালরা তাদের ২০০ জন কমরেডকে বিনা বাধায় ছাড়িয়ে নিয়ে গেল।

আজকের জেহানাবাদ এখনও নোংরা, এলোমেলো শহর কিন্তু নিরাপত্তা এই

> “সুযোগ পেলেই আমি ভারতের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে যাই এবং সাম্প্রতিককালে এমন গরিবি এবং অবক্ষয় আর কোথাও নজরে আসেনি। এই গ্রামের উঁচুজাতের লোকজন MNREGA-র কথা শুনেছে, কিন্তু তাদের বক্তব্য হলো এর সঙ্গে দুর্নীতি এমনভাবে যুক্ত যে, এরা বাধ্য হয়েই তথ্য জানার অধিকারের মাধ্যমে জানতে পারে যে, মৃত ব্যক্তিরাও এই প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছে।”

অনেক বেশি বিস্তৃত। গরিবি, দারিদ্র্য মোচনে সরকারি উদাসীনতা, দুর্নীতি, পরিবেশ দুষণ, ভয়াবহ নগরায়ন এবং চরম হতাশা এবারের নির্বাচনের প্রধান বিষয়।

সুতরাং গতবার যখন রাবড়ি দেবীর শাসনকালে আমি এই রাজ্যে এসেছিলাম তারপর থেকে কি কিছু বদলেছে? হ্যাঁ, আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে মুহূর্তে সেখানকার সমস্যা নয়। যে সব গ্রামে আমি গিয়েছ, সর্বত্র শুনলাম যে, সেখানকার লোকজন নরেন্দ্র মোদীকেই ভোট দেবে, কারণ তাদের ধারণা যে, মোদী-ই বিহারের আইন-শৃঙ্খলা ঠিক করতে পারবেন। মোদীর কথা বলতে গিয়ে একটা প্রশ্নই বারেবারে উঠে আসছে তা হলো— মোদী-ঢেউ কি উঠেছে? হ্যাঁ, তবে তা হিন্দু জনমানসে। মুসলমানরা আমায় বলল, “নিরানব্বই শতাংশ মুসলমান মোদীকে ভোট দেবে না।” মানুষ মোদীকে নির্বাচিত করার বিষয়ে সোচ্চার, বিজেপি-কে নয়। বিহারের জাতি বিভাজন সত্ত্বেও আমি আগে কখনও ভাবিনি যে, আপামর হিন্দু জনতা মোদীকেই ভোট দেবে, কারণ মোদী-ই ভারতবর্ষে পরিবর্তন আনতে পারবেন বলে তাদের বিশ্বাস। যদি তাদের প্রশ্ন করেন কেন তারা মোদীকেই ভোট দেবে, তাদের সোজাসাপ্টা উত্তর হলো গুজরাটের জন্য মোদী যা করেছেন। তাদের এই ধারণা টেলিভিশন দেখে তৈরি হয়নি বরং কাজের সন্ধানে গুজরাটে গিয়ে অনেকেরই এই ধারণা হয়েছে।

এখন আমি আপনাদের বলব ‘ভারত বদলাবে না’ এই ধারণা নিয়ে আমি কেন বিহার ত্যাগ করলাম। আমরা বিশ্বের নয়া দৌড়ে সামিল হতে পারব না যতই আমরা ঝাঁ চকচকে সপিংমল নোংরা শহরগুলিতে বসাই না কেন। আমরা গরিবি নিয়ে লম্বা-চওড়া কথা বলি, ‘আম আদমি’ নিয়ে কথা বলি এবং আমির খান তাঁর ‘সত্যমেব জয়তে’ টিভি শো-এ সম্প্রতি নগরের বর্জ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আপনি নিজের চোখে না দেখলে আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা হবে না যে, শহরের পর শহর ধীরে ধীরে স্তূপীকৃত জঞ্জালে ভরে যাচ্ছে। আর আপনি যদি দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতমদের ঝুপড়ি পরিদর্শনে যান তবে বিষয়টা আপনার মালুম হবে যে কী শ্লথ গতিতে এই পরিবর্তন ঘটছে।

১৯৮৭-তে তৎকালীন বিহারের ডালটনগঞ্জে গিয়েছিলাম ক্রীতদাসদের সঙ্গে সাক্ষাতে। মালুম হলো ওইসব ক্রীতদাসরা তাদের মনিবদের খপ্পরের বাইরে কোথাও যায়নি। তারা মাটি দিয়ে তৈরি কুঁড়ে ঘরে থাকে। মজুরি পায় ভোগ্যপণ্য দিয়ে, এরা এযাবৎ কখনও-ই দেখেনি টাকার রূপ কীরকম। গত সপ্তাহেই পাটনা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে জামালপুরে যাই এবং সেখানে মুসাহার জনগোষ্ঠীদের হাল-হকিকৎ দেখতে তাদের বস্তি পরিদর্শনে গিয়ে আজও তাদের একই দশা দেখলাম। ওই জনবসতিতে যাবার কোনও রাস্তা নেই, তাই সেখানে পৌঁছতে রেল লাইন ধরে হাঁটতে হলো এবং সেখানকার শিশুদের দেখে মনে হলো তারা পেটপুরে দু'বেলা খেতে পায় না। এমনকী এদের বয়স্করা কখনও পাটনায় যায়নি। সেখানকার মাটির তৈরি পর্ণকুটীরগুলির এতটাই করুণদশা যে কুটীরগুলি ঝড়-বৃষ্টির ঝক্কি পোহাতে পারবে বলে মনে হয় না। ওই নোংরা পরিবেশ এবং বঞ্চনায় শিশুরা কীভাবে বেঁচেবর্তে রয়েছে তা আশ্চর্য হবার মতো বিষয়। সুযোগ পেলেই আমি ভারতের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শনে যাই এবং সাম্প্রতিককালে এমন গরিবি এবং অবক্ষয় আর কোথাও নজরে আসেনি। এই গ্রামের উঁচুজাতের লোকজন MNREGA-র কথা শুনেছে, কিন্তু তাদের বক্তব্য হলো এর সঙ্গে দুর্নীতি এমনভাবে যুক্ত যে, এরা বাধ্য হয়েই তথ্য জানার অধিকারের মাধ্যমে জানতে পারে যে, মৃত ব্যক্তিরাও এই প্রকল্পের সুযোগ পাচ্ছে। তারা প্রায়ই মুখ্যমন্ত্রীর জনতা দরবারে উপস্থিত হয়ে জানাতে ভোলে না যে, মুখ্যমন্ত্রীর অফিসাররা তাদের পাত্তাই দেয় না। প্রতিটি সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতিভরা এবং এই দুর্নীতি তাদের টেনে এনেছিল আন্না হাজারের বিপ্লবে।

কিন্তু যখনই তারা দেখল কেজরিওয়াল সরকার সমস্যা সমাধানের বদলে দিল্লীর মসনদ থেকে পলায়নপর তখনই তারা বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে আশাহত হয়ে পড়ল।

তাই তো এরা সকলেই মোদীর আস্থাভাজন। যখনই আমি বিহার পরিদর্শনে যাই তখনই দেখি টেকনোলজির উন্নয়ন। আজ সবার হাতে রয়েছে সেলফোন এবং প্রায় সবাই টিভিতে খবর দেখে এবং ঠিক এই কারণে সমালোচনা হচ্ছে গভীর নিরাশার সঙ্গে।

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া   প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ সূচী ২০১৪

ভ্রমণ	মুখ্য দর্শনীয় স্থান	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য
কাশ্মীর	জম্মু, শ্রীনগর, গুলমার্গ, সোনমার্গ, পহেলগাঁও, বৈষ্ণোদেবী	১৩	১৭ই মে	১৪,৫০০/-
দার্জিলিং	টাইগার হিল, ঘুম মনেস্ট্রী, বাতাসী, মিরিক	৬	৩০শে মে	৬,০০০/-
সিমলা	সিমলা, কুফরি, মানালী, রোটাংপাস, কুলু, মনিকরন	১১	১৮ই মে	১১,২০০/-
হরিদ্বার	হরিদ্বার-হৃষিকেশ, লক্ষ্মনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরী	৮	২৭শে মে	৬,২০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর তিন মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেনে (স্লিপার ক্লাস), বড়/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ,ডিনার (আমিষ/নিরামিষ),টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং, ফ্যামেলি অনুযায়ী রুম।

প্যাকেজে থাকছে না :- ট্রেন চলাকালীন কোন রকম খাবার, এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া,ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে,হাতি/ঘোড়া চাপা, পুজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

✷ ভ্রমণ শুরু ও শেষ, হাওড়া/শিয়ালদহ/ কোলকাতা অথবা উল্লেখ্য নির্দিষ্ট কোন স্থান থেকে ✷ হঠাৎ করে যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি অথবা ভ্রমণ সম্পর্কিত বিষয়ে মূল্যবৃদ্ধি ঘটলে প্যাকেজ মূল্য বর্ধিত হবে। ✷ বালক / বালিকাদের ক্ষেত্রে (৫-১১ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ৭৫% টাকা লাগবে। শিশুদের ক্ষেত্রে (২-৪ বৎসর) প্যাকেজ মূল্যের ২৫% টাকা লাগবে।

বিজেপি'র নির্বাচনী ইস্তাহার ২০১৪

আগামী ভারতের দিশাপত্র

দেবাশিস আইয়ার

২০১৪-র লোকসভার এই মহাকুরুক্ষেত্র রণে কে কোন আদর্শ ও লক্ষ্যে যুদ্ধে নেমেছে তারই ঝলক দেখা গেল সমস্ত দলের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে। নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের জন্য বিজেপি একটু বেশিই সময় নিয়েছে। এমন অভিযোগে সব শেয়ালের এক রা। কিন্তু ইস্তাহার প্রকাশের পর দেখা গেল এমন সর্বব্যাপী সর্বসম্পন্ন ইস্তাহার প্রকাশে সময় লাগাই স্বাভাবিক। গত কয়েকমাস ধরে ডঃ মুরলী মনোহর যোশীর নেতৃত্বে নির্বাচনী ইস্তাহার রচনা কমিটি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন নাগরিকের কাছ থেকে পাওয়া লক্ষাধিক সাজেশনকে বিচার ও সংশ্লেষ করে এই অ্যাজেন্ডা তৈরি করে যা ৭ এপ্রিল 'নির্বাচনী ঘোষণাপত্র' রূপে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু কেন এইবারের ইস্তাহারকে 'বিজেপি'র আগামী দর্শন' বলে মনে করা হচ্ছে? তার কারণ এবারের ইস্তাহারে বিজেপির দর্শনের মূল তিন বিন্দুর সার্থক সমাহার হয়েছে এবং তা হলো :

(১) সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় সংহতি।

(২) গান্ধীজীর সমাজ দর্শন তথা বিকেন্দ্রিত শাসনব্যবস্থা।

(৩) স্বদেশী অর্থনীতি তথা দেশীয় সংস্থানের বিকাশ।

বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি-র 'অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র'র দর্শন নতুন নাম নিয়েছে—'এক ভারত, শ্রেষ্ঠভারত', আর 'একাত্ম মানববাদ'-এর লক্ষ্য নতুন রূপ নিয়েছে 'সব কা সাথ সব কা বিকাশ'-এর মন্ত্রে। এবারের ইস্তাহারে তাই পাওয়া গেল নিখাদ নির্ভেজাল বিজেপি-কে। আর তাই ইস্তাহারে স্থান পেল—

(১) সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশে সার্বিক বিকাশের অবধারণা।

(২) বিজেপি-র প্রাণপুরুষ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ৩৭০ ধারা বিলোপ ও সারাদেশে 'অভিন্ন দেওয়ানিবিধি' লাগু করার স্বপ্ন; এবং

(৩) বিজেপি-র দর্শনপুরুষ দীনদয়াল উপাধ্যায়-এর অন্ত্যোদয় যোজনার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের উন্নতি সাধনের লক্ষ্য।

তাই ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস যে ধুয়ো তুলেছে— বিজেপি-র এই ইস্তাহার নাকি কংগ্রেসের ইস্তাহারের টুকলি তা ধোপে টেকে না। ইংরেজিতে একটা কথা বহুল প্রচলিত— 'Successful people don't do different things they do the things differenting'— আর এটাই বিজেপি-র নির্বাচনী ইস্তাহার- ২০১৪-র বৈশিষ্ট্য। তাই গরিবদের অধিকার দেওয়ার কথা, 'রুটি-কাপড়া-মকান' বা 'বিজলি-সড়ক-পানি'র কথা; দেশকে উন্নত করার কথা আপাতভাবে সব ইস্তাহারে তো একই রকম হবে। তাই একে টুকলি বলা যায় না। বরং এই কথাগুলোই কত নতুন ভাবে নতুন আঙ্গিকে ভাবনাচিন্তা করা যায় ও প্রয়োগ করা যায় তারই ঝলক দেখা গেল বিজেপি-র এবারের ইস্তাহারে।

পরম্পরা ও ঐতিহ্যের যুগানুকূল অনুসরণ যে দেশের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে না, বরং সার্বিক বিকাশকে তরান্বিত করে— এই ভাবনাটি বিজেপি-র ইস্তাহারে স্পষ্ট। বিজেপি যে ভবিষ্যৎমুখী ও উন্নয়নকামী দল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট, এটাই এই ইস্তাহারের প্রকৃত সলক্ষণ। আর এখানেই এই ইস্তাহারের অনন্যতা, এই ইস্তাহারের সাফল্য।

নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতিগুলিকে মূলত ৬টি বিভাগে রাখা যায়। সেগুলি হলো—

(১) বর্তমান সমস্যা তথা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা।

(২) মূলগত ঐতিহ্য— সম্পদ ও ব্যবস্থার সংরক্ষণ।

(৩) নিজস্ব ক্ষমতার বিকাশ সাধন।

(৪) কার্যপ্রণালীতে সংস্কার।

(৫) বিকেন্দ্রিক ও জনকেন্দ্রিক সুশাসন।

(৬) আর্থিক মজবুতি ও প্রগতি।

এবারের ইস্তাহারের প্রায় প্রতিটি বিষয়ই বিগত কয়েকমাস ধরে নরেন্দ্র মোদী তার বিভিন্ন ভাষণের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তুলে ধরেছে। ইস্তাহারের মাধ্যমে সেগুলিই লিখিত আকারে 'প্রতিশ্রুতি নামা' হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল। বিভিন্ন বিষয় ধরে ধরে তারই কিছু উল্লেখযোগ্য নমুনা এখানে দেওয়া হলো।

বর্তমান সমস্যা তথা চ্যালেঞ্জ বলতে মুদ্রাস্ফীতি; উদ্যোগিকী- করণের অভাব, বে-রোজগারি, ভ্রষ্টাচার ও কালোটাকা তথা কালোবাজারির বাড়বাড়ন্তকে বলা হয়েছে। এবং এই সমস্ত সমস্যার সমাধান বলতে 'Poling Paralysis' কাটানোর জন্য ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে। আর এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের একটি উপায় হিসাবে রাখা হয়েছে ই-গভর্নেন্স (e-governance)।

(ক) মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাব :

(১) রাষ্ট্রীয় তহবিল (মূল্য স্থিতিশীলতার জন্য) গঠন।

(২) কালোবাজারি বন্ধের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ আদালত গঠন।

(৩) জাতীয় কৃষিবাজার গঠন।

(খ) দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচার বিরোধী বিষয় সংক্রান্ত প্রস্তাব :

(১) প্রশাসনিক সংস্কার, (২) আইন পুলিশ ও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার। (৩) প্রভাবী 'জন অভিযোগ' ব্যবস্থা চালু। (৪) e-governance চালু।

(গ) পরিকাঠামো সংক্রান্ত ব্যবস্থা :

(১) জাতীয় রেল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে চতুর্ভুজ ও ডায়গোনাল নেটওয়ার্ক (diagonal net-work) তৈরি করে তাতে হাইস্পীড বুলেট ট্রেন (high speed bullet train) চালানোর ব্যবস্থা করা।

(২) ইউনিক রিভার ইন্টারলিঙ্কিং প্রজেক্ট।

(৩) প্রতি গ্রামে সড়ক, বিদ্যুৎ ও 'ওপটিক্যাল ফিবার নেটওয়ার্ক' এর ভরপুর ব্যবস্থা।

(৪) ১০০টি আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত শহর নির্মাণ।

(ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকাঠামো :

(১) রোজগারমুখী বাস্তববাদী শিক্ষা দেওয়া।

(২) ইউজিসির বদলে নতুন 'উচ্চশিক্ষা আয়োগ' তৈরির প্রস্তাব।

(ঙ) দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন :

(১) প্রতিরক্ষা অস্ত্র ইত্যাদি সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ দান।

(২) পরমাণু শক্তিধর হিসাবে নিজেকে ফের তুলে ধরা। স্বাধীন ও কৌশলী পরমাণু নীতি।

(৩) মজবুত গুপ্তচর বিভাগ তৈরি করা। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা।

(চ) আর্থিক সংস্কার :

(১) সহজ-সরল করব্যবস্থা চালু।

(২) দুনিয়ায় 'ব্র্যান্ড ইন্ডিয়া' এই 'কনসেপ্ট'-কে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধা দেবে দেশীয় কোম্পানিগুলিকে।

(৩) খুচরো ব্যবসা ছাড়া অন্যত্র বিদেশি বিনিয়োগে উৎসাহ।

(৪) ব্যবসায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রকল্পর ঘোষণা।

(৫) নীতি নির্ধারণের জড়তা কাটানো।

(ছ) স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সংস্কার :

(১) দেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি (যোগ-আয়ুর্বেদ)-তে উৎসাহ দান।

(২) সমস্ত রাজ্যে 'এইমস্' ধাঁচে হাসপাতাল তৈরি।

(জ) যুবসমাজের জন্য ব্যবস্থা :

(১) চাকরির ব্যবস্থা করা। স্বনিযুক্তিতে উৎসাহ দেওয়া।

(২) যুবকদের উন্নয়নের বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ দেওয়া। যুবকদের নিয়ে বিশেষ 'ইয়ুথ অ্যাডভাইজরি কাউন্সিল' তৈরি করা।

(ঝ) মহিলা ও শিশুদের জন্য ব্যবস্থা :

(১) মহিলা স্বাস্থ্য মিশন।

(২) বালিকা কল্যাণ ও লাডলি লক্ষ্মী যোজনা।

(ঞ) টীম ইন্ডিয়া মডেল :

কেন্দ্র-রাজ্যের সুসমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিকাশের পথে এগোনো।

(ট) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা :

(১) সংবিধানের মধ্যে থেকে রামমন্দির তৈরির উদ্যোগ।

(২) গো, গঙ্গা ও পশুধনের সংরক্ষণে ব্যবস্থা করা।

(৩) ভাষা ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ— প্রচার ও প্রসার।

(৪) ৩৭০ ধারা রদ নিয়ে আলোচনা।

(৫) অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করা।

(ঠ) সামাজিক সংস্কার :

সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত করা।

(ড) বিবিধ সংস্কারের প্রসার :

(১) সংখ্যালঘুদের সমান সুযোগ সুবিধা দান।

(২) মাদ্রাসা শিক্ষায় সংস্কার।

(৩) সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা সুশিক্ষিত করা।

(৪) পর্যটন শিল্পে জোর।

(৫) প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ সুবিধা দান।

আর এই সমস্ত বিষয়ের ব্যাপারে কংগ্রেসের বক্তব্য এগুলি নাকি তাদের প্রয়াস। কিন্তু ভুললে চলবে না কংগ্রেস কীভাবে এনডিএ জমানার বেশ কিছু প্রকল্পকে সামান্য নামের বদল ঘটিয়ে নিজের বলে চালিয়েছে। যেমন—

(১) আর টি আই, এনডিএ জমানায় যেটি ছিল— ফ্রিডম অফ ইনফরমেসন অ্যাক্ট।

(২) MNREGA (এনডিএ জমানার সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা)।

(৩) ফুড সিকিউরিটি বিল (এনডিএ সময়ে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা)।

(৪) উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট (এনডিএ সময়ে যার নাম ছিল স্বয়ং সিদ্ধা যোজনা)।

(৫) রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট—(এনডিএ সময়ে যেটি ছিল সর্বশিক্ষা অভিযান)।

ফলে টুকলির অভিযোগ ওঠানোটা কংগ্রেসের নেহাতই 'চোরের মায়ের বড় গলা'-র মতো অবস্থার সাক্ষী।

‘সর্ব ধর্ম সমন্বয়’

ধান্দাবাজ রাজনীতিকদের ভোট সংগ্রামের স্লোগান

অমলেশ মিশ্র

হিমালয়ের এপারের ধর্মগুলি Self-Realisation বা ‘আত্মানং বিদ্ধি’ বা ‘নিজেকে জানো’— বিষয়টির উপর প্রধান গুরুত্ব দেয়। আবার ঈশ্বর উপলব্ধি বা God Realisation-এর বিষয়টিও বৌদ্ধ এবং জৈনদের মধ্যে না দেখা গেলেও (যেহেতু ওইগুলি ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়) হিন্দুদের মধ্যে এটির প্রাবল্য আছে। তা ছাড়াও এই ধর্মগুলির মধ্যে আছে যোগ সাধনার কথা।

হিমালয়ের ওপারে যে সব বিশ্বাসী সম্প্রদায় (Religion) যেগুলিকেও আমরা ধর্ম শব্দটির সঙ্গে একাত্ম করে প্রকাশ করি, সেই Religion বা বিশ্বাসগুলি এই আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বর উপলব্ধির কথা যেমন বলে না তেমনি যোগ সাধনার বিষয়টিও তাদের অজ্ঞাত। ঈশ্বরের এবং তার প্রেরিত অবতারে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ। ওই সব Religion-এর ‘মোক্ষ’ বিষয়টি অপরিচিত, যদিও স্বর্গে স্থান পাওয়া উল্লেখ আছে।

এই সব কারণে একথা বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না যে সবধর্মই এক। বিশেষ করে হিমালয়ের ওপারের Religion গুলি মুখ্যত স্বৈরতন্ত্রী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী (Exclusivistic)। তার বিশ্বাসটাই একমাত্র ঠিক, অন্যেরগুলি ভুল। ইহুদি, খৃস্টান এবং ইসলাম— এই রকমই স্বৈরতান্ত্রিক ও স্বাতন্ত্র্যবাদী। অপর দিকে হিমালয়ের এপারের ধর্মগুলি Inclusivistic —সবার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে। নিজেরটাই ঠিক, অপরেরটা ভুল— তাই সকলকেই আমার বিশ্বাসে বিশ্বাসী করতে হবে অর্থাৎ ধর্মান্তরকরণ করতে হবে।

সব ধর্মই যদি এক হয় তবে ধর্মান্তর করার প্রশ্নই ওঠে না। সব ধর্মই এক এই স্লোগান কেবল কাতর হিন্দুদেরই। ইহুদি, খৃস্টান এবং ইসলাম এই স্লোগানকে বিশ্বাস তো করেই না বরং ঘৃণা করে। তাই তারা ধর্মান্তরণ করাকে তাদের অবশ্য কর্তব্য মনে করে।

এই সূত্রে বলা দরকার যে— ‘সর্ব ধর্ম সমন্বয়’-এর স্লোগান একটি বিভ্রান্তিকর ও ভুল স্লোগান। প্রথমত, সবগুলি ‘ধর্ম’ নয়। কোনো কোনটি ধর্ম এবং কোনো কোনটি মতবাদ বা বিশ্বাস (Faith বা Belief)। আবার এই বিশ্বাসগুলিও সমধর্মী নয়। ধর্ম এবং বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশ্বাসগুলির মধ্যেও পারস্পরিক বিরোধ আছে। এই বিরোধগুলি মৌলিক। তাই সমন্বয় সম্ভবপর নয়।

সমন্বয় তো দূরস্থান, বিশ্বাসীরা অন্যান্যদের অস্তিত্বকেও মারাত্মক ক্ষতিকর বলে মনে করে। সমন্বয় করার আগে যে কাজটি করা দরকার সেটি হলো বিশ্বাসীদের মধ্যে সহনশীলতার ভাব জাগানো। বস্তুতপক্ষে বিশ্বাসী লোকেরা তাদের বিশ্বাস অনুসারেই অসহনশীল।

এই সমন্বয় যেহেতু একটি অযৌক্তিক ও অসঙ্গত ভাবনা, সেহেতু এটি ইতিপূর্বে কখনও বাস্তবায়িত হয়নি, বর্তমানেও নয়। এটি এখন ধান্দাবাজ রাজনীতিকদের একটি ভোট সংগ্রামের স্লোগানে পরিণত হলো এবং তা ভারতবর্ষেই।

আমাদের পাশের দেশ পাকিস্তান বা বাংলাদেশ, আমাদের থেকে দূরের দেশ ইংল্যান্ড বা আমেরিকা এই সর্বধর্ম সমন্বয়বাদে সামান্যতম বিশ্বাসও রাখে না। ফলে তারা ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করে। হিন্দু থেকে ইসলামি বা খৃস্টান হওয়া যদি সর্বধর্ম সমন্বয়বাদে ব্যাঘাত না ঘটায় তবে ইসলাম থেকে এবং খৃস্টান থেকে হিন্দু হওয়াতে ব্যাঘাত ঘটার কথা নয়। কিন্তু কোনো হিন্দু যদি কোনো ইসলামি বা খৃস্টানকে হিন্দুতে নিয়ে আসতে চায় তখন ওই কাজকে সাম্প্রদায়িক বলা হয়। এমনকী কোনো হিন্দু যদি অপর হিন্দুর ধর্মান্তরকরণে বাধা দেয় তখনও সে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যাত হয়।

বিচিত্র, পরস্পর বিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর মতবাদের উপর দেশ চলছে। হিন্দুর প্রত্যাঘাতে মুসলমান বা খৃস্টান মরলে তা সাম্প্রদায়িকতা আবার মুসলমান বা খৃস্টানের আঘাতে হিন্দু মরলে--- তা সাম্প্রদায়িকতা নয় তা হলো সর্বধর্ম সমন্বয়বাদ। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং পরিবর্তন করতে হবে হিন্দুদেরই। ভারতবর্ষ হিন্দু জাতীয়তার দেশ। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতবর্ষই সব ধর্মের ও রিলিজিয়নের বৈচিত্রে বিশ্বাসী ও উদার মনের গণতান্ত্রিক। হিন্দুদের অবক্ষয়ে ভারতের অবক্ষয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পড়ে দেশকে উন্নত করার। এ দায়িত্ব অস্বীকার করার অর্থ হলো— দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া।

ভারতের রাজশক্তি সেই মানুষদের হাতে আনতে হবে যারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও গুণে যথার্থ ক্ষত্রিয়। এখন ভারতের রাষ্ট্রশক্তি সেমেটিক প্রভাবে আচ্ছন্ন। ফলে সর্বত্রই ক্ষাত্রতেজ যুক্ত আধ্যাত্মিক মানুষরা অবহেলিত।

গীতিকার এই দেশ সম্পর্কে লিখেছেন—

“চন্দন হ্যায় জিস্ দেশ কী মাটি
তপোভূমি হর্‌গ্রাম হ্যায়,
হর্‌বালা দেবী কী প্রতিমা
বাচ্চা বাচ্চা রাম হ্যায়।”

এই দেশের মাটি চন্দনের মতো। এর গ্রামগুলি তপোবনের মতো। বালিকারা দেবী প্রতিমার মতো। বাচ্চারা শ্রীরামচন্দ্রের মতো।

দীর্ঘকাল ধরে লালিত-পালিত এই আধ্যাত্মিকতা এখন বিপরীতমুখী। দেশের মাটি চন্দন সমান। গ্রামগুলি সংঘর্ষের পীঠস্থান, বালিকারা দেহসম্ভোগের পণ্য আর বাচ্চারা যে কী তা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখছি।

শাখার বার্ষিক উৎসব

গত ২৩ মার্চ মালদা জেলার পুরাতন মালদা নগরের বিবেকানন্দ সায়ম্ শাখার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী কুমার সরকার, ক্ষেত্রীয় সহ-শারীরিক প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল, বিভাগ বৌদ্ধিক প্রমুখ পীযূষকান্তি সাহা। উৎসবে ১০১ জন স্বয়ংসেবক ও ৭০ জন নাগরিক ছিলেন। উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বালকদের নিযুদ্ধ। এছাড়াও তরুণদের নিযুদ্ধ, সামুহিক সমতা, দণ্ড, দণ্ডযুদ্ধ, খেলা, গোপুরম্, যোগাসন, ব্যায়ামযোগ, সমবেত গীত, সুভাষিত, অমৃতবচন ও ভাষণ।

সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

গত ৩ থেকে ১৩ মার্চ এগারো দিন ব্যাপী সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো আই আই টি খড়্গপুরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমপিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পল্লবকান্তি দাশগুপ্ত, আর্কিটেকচার ও রিজিওনাল প্ল্যানিং বিভাগের অধ্যাপক জয় সেন এবং মানববিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিজয়নাথ গিরি, অধ্যাপক দামোদর সুয়ার প্রমুখ।

খড়্গপুর কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জগমোহন আচার্য এই শিবির পরিচালনা করেন। ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি ছিল বেশ কিছু বিষয়ভিত্তিক আলোচনা যেমন শূন্য সংখ্যা, স্বামী বিবেকানন্দের সংস্কৃতে আগ্রহ, উচ্চশিক্ষায় ভারতীয় ভাষার ব্যবহারের সমস্যা ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে তার সমাধান, বেদ ইত্যাদি। এই সমস্ত আলোচনা পরিচালনা করেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ভি. আর. দেশাই, এশিয়াটিক সোসাইটির ড. রীতা ভট্টাচার্য, আই আই টি খড়্গপুরের রাজভাষা বিভাগের হিন্দি অধিকর্তা ড. রাজীব কুমার রাওত এবং অধ্যাপক জয় সেন।

গত ১৩ মার্চ সমারোপ অনুষ্ঠানে সংস্কৃত ভারতীয় অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক দিনেশ কামত প্রত্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃত বলার উপর জোর দেন। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ও আই আই টি খড়্গপুরের বোর্ড অফ গভর্নর-এর প্রাক্তন সদস্য ড. জে. এন. বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য ড. বন্দ্যোপাধ্যায় এই শিবিরে একজন শিক্ষার্থীরূপে সম্পূর্ণ ১১ দিন উপস্থিত ছিলেন।

বসিরহাটে অর্শ নিরাময় শিবির

গত ৩০ মার্চ আরোগ্য ভারতীর ব্যবস্থাপনায় উত্তর ২৪-পরগণার বসিরহাটের ভেবিয়া পুরানো সিনেমা হলে অর্শ নিরাময় শিবির অনুষ্ঠিত হয়। অর্শ বিশেষজ্ঞ ডাঃ বি. সি. সাহা ৪৭ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট জেলা কার্যবাহ সুকুমার বৈদ্য, সহকার্যবাহ তারকনাথ ঘোষ, ব্যবস্থাপ্রমুখ প্রত্যুষ সরকার, জেলা কার্যকারিণী সদস্য শংকর হালদার এবং পুরো সময় শিবিরে

উপস্থিত ছিলেন আরগ্য ভারতীর প্রান্ত সংগঠন প্রমুখ বুদ্ধদেব মণ্ডল। পার্থ পাল পুরো শিবিরের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন।

মালদায় পরাবর্তন

মালদা জেলার বনবাসী অধ্যুষিত ব্লক হবিপুরের অন্তর্গত তাজপুর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দিরে গত ২৪ মার্চ এক পরাবর্তন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪টি পরিবারের ১৫ জন সদস্য খৃস্টান ধর্ম থেকে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করল। এক সময়ে খৃস্টান ধর্ম যাজকদের প্রলোভনে এই পরিবারগুলি সাঁওতাল (হিন্দু) থেকে খৃস্টান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সেখানে সম্মান না পাওয়াতে পুনরায় ওই দিন হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন।

এই পরাবর্তন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ জীবানন্দ মহারাজ। ধর্মজাগরণের সহ-সভাপতি গণেশ সোরেন, জেলা সংযোজক অমরেশ দত্ত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

আশিস মিত্র ও শ্রীমতী সান্তা মিত্র তাঁদের একমাত্র কন্যা প্রিয়াংকার শুভ বিবাহ উপলক্ষে গত ৬ এপ্রিল শিলিগুড়িতে সঙ্ঘের সেবা বিভাগ, রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি ও সংস্কার ভারতীকে মঙ্গলনিধি সমর্পণ করেন। উল্লেখ্য, আশিসদা সঙ্ঘের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও সংস্কার ভারতীর কার্যকর্তা এবং তাঁর স্ত্রী রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির কার্যকর্ত্রী।

***

মালদা কালিয়াচক খাসচাঁদপুর শাখার স্বয়ংসেবক সুকান্ত সরকার তাঁর বিয়ে উপলক্ষে মঙ্গলনিধি তুলে দেন প্রান্ত সঙ্ঘচালক বিদ্রোহী সরকারের হাতে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

শোকসংবাদ

মালদহ জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও স্বস্তিকার বহু দিনের প্রচার প্রতিনিধি বৈদ্যনাথ মণ্ডল ৭৬ বছর বয়সে গত ১২

মার্চ পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি ছেলে, মেয়ে, নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। বৈদ্যনাথ মণ্ডলের মৃত্যুতে স্বস্তিকা একজন প্রবীণ প্রচার প্রতিনিধিকে হারাল।

***

মালদা জেলার পাকুয়া মণ্ডল কার্যবাহের মাতৃদেবী তারা মণ্ডল (৫৫) হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি রেখে গেছেন।

***

মালদহ জেলার স্বয়ংসেবক সমীর কুমার রায়ের মাতৃদেবী গত ১৮ মার্চ পরলোকগমন করেন।

***

সংস্কৃত ভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সহ-সম্পাদক স্বপন বিশ্বাসের মাতা যমুনারানি বিশ্বাস গত ৬ এপ্রিল বিকালে নদীয়া জেলার বগুলার গাজনায় নিজ বাসভবনে ৫৬ বৎসর বয়সে কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন।

***

হুগলী জেলার সদর মহকুমা সঙ্ঘচালক গণেশ চন্দ্র দাশের মাতা মহেশ্বরী দেবী ৮৭ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। তিনি ৪ পুত্রসহ পুত্রবধূগণ এবং নাতি নাতনী রেখে গেছেন।

তিনি আজীবন সঙ্ঘ হিতৈষী ও স্বয়ংসেবকদের প্রেরণাদাত্রী ছিলেন।

***

জলপাইগুড়ি জেলার স্বয়ংসেবক ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে প্রাক্তন সভাপতি অসিতবরন নন্দীর মাতৃদেবী ছবিরানি নন্দী গত ১৬ মার্চ রাত্রে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি শহরের নেতাজী শাখার (রথখোলা) মুখ্যশিক্ষক শ্রীপতি চৌধুরীর পিতা নীহার রঞ্জন চৌধুরী গত ২২ মার্চ ৯৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি ৫ পুত্র, ৩ কন্যা, নাতি-নাতনি ও গুণমুগ্ধদের রেখে গেছেন।

***

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির গ্রীষ্মকালীন শিবির (১ম বর্ষ)

আগামী ২৪ মে ২০১৪ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হয়ে ৭ জুন শনিবার অনুষ্ঠিত হবে মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার লাধুরাম তোষনিয়াল সরস্বতী শিশুমন্দিরে। শুল্ক ৫০০.০০ টাকা মাত্র।

—: যোগাযোগ :—

প্রান্ত কার্যালয়	:	৯৪৩২৩৬৩১৭৯
মুক্তিপ্রদা সরকার	:	৯৮৩০৫৭১৯৭৩
ঋতা চক্রবর্তী	:	৯৮৩০৫৭১৯৭৩

DAS STEEL UDDYOG

Naldubi, Mangalbari, Po.+Dist. : Malda

সকল প্রকার স্টীল ফার্ণিচার,
গ্রীলগেট এবং ফেব্রিকেশনের
কাজ করা হয়

Show Room

—ঃ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

GEETANJALI FURNITURE

Jhaljhalia, Station Road, Malda

Phone : 03512-266063,

Mobile : 9733387091

Ori Plast

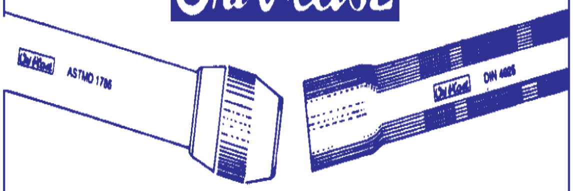

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"বস্তুত পরাজয় বলে কিছু নেই। একটি স্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা যখন বিফল হয় তখন তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, ক্ষতি তখন লাভে পরিণত হয়— দেরীতে হলেও। বিজয়লাভ নির্ভর করে অবিরাম প্রচেষ্টার উপর, শুধু কথার উপর নয়।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

সুন্দরবনের উন্নয়নের পরিকল্পনাকে সামনে রেখে লড়াই চালাচ্ছেন জয়নগর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লড়াইটা শুরু হয়েছিল গত লোকসভা ভোট থেকেই। একটানা বহু বছরের সাংসদ ছিলেন সনৎ মণ্ডল। কিন্তু এলাকার জন্য কিছু ভাবেননি। জয়নগর কেন্দ্র একযুগ পূর্বে যে তিমিরে ছিল তাই রয়ে গেছে। গত বছরের এস ইউ সি-র সাংসদ ডা. তরুণ মণ্ডলও একই পথের পথিক। জনগণের দুঃখ দুর্দশা রয়েই গেছে। মানুষ উন্নয়ন চায়, সুস্থ জীবন চায়। জয়নগর কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চল। অথচ এই জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতমানের নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশ এগিয়ে গেলেও জয়নগর কেন্দ্রে তার প্রভাব পড়েনি। এলাকায় উন্নতমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, নেই ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সব থেকে অনুন্নত কেন্দ্র এটি। মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল হলেও সেচ ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা এবং ঝড় বন্যা বিপর্যয়ের জন্য কৃষিতেও উন্নয়ন হচ্ছে না। জেলায় মৎস্যজীবীদের জন্য কোনও পরিকল্পনা এখনও তৈরি হয়নি। তাছাড়া প্রতি বছর সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহে যাওয়া মানুষ বাঘের আক্রমণে মারা হন। তাঁদেরও স্থায়ী সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া এই এলাকায় আরএসপি-সিপিএম দ্বন্দ্ব। তৃণমূল-এসইউসি নিত্য দ্বন্দ্ব বিবাদে মানুষ উভয়সংকটে। জয়নগরের হতদরিদ্র মানুষ তাই বাঁচতে চাইছেন। নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত গড়ার স্বপ্নের কারিগর হয়ে তাঁদের বাঁচার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কৃষ্ণপদ মজুমদার। তাঁর নিজের কথায়, 'উন্নয়নমুখী সরকার গঠনের যে আহ্বান নরেন্দ্র মোদী রেখেছেন, জয়নগর কেন্দ্রের মানুষ সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংসদে বিজেপি প্রার্থীকে পাঠাবেন বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর আরও বক্তব্য, 'বামফ্রন্টের ৩৫ বছরের প্রার্থী সনৎ মণ্ডল এলাকার জন্য কিছুই করেননি আর তরুণ মণ্ডলের কিছু করার ক্ষমতা ছিল না।' কৃষ্ণপদ মজুমদার বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন, দেখেছেন

সেসব দেশের উন্নয়ন। ভেনিসে গিয়ে তিনি দেখে এসেছেন নদীমাতৃক অঞ্চলের উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব।

লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী কৃষ্ণপদ মজুমদার সমাজ কল্যাণমূলক বিভিন্ন সেবাকর্মে নিয়োজিত একজন সৈনিক। সেন্ট জনস্ অ্যাম্বুলেন্স, ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত তিনি। মানবাধিকার সুরক্ষার জন্যও তিনি সংগ্রামরত। আক্ষরিক অর্থেই তিনি দেশের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ। তাঁর স্বপ্ন সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়ন। এজন্য তিনি সুন্দরবন অরণ্যকে জাতীয় অরণ্যের মর্যাদা দিতে চান আর চান সুন্দরবনকে আলাদা জেলা হিসেবে দেখতে। সুন্দরবনকে দেশের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন তিনি। জল এবং জঙ্গলের উন্নয়নই তাঁর একমাত্র স্লোগান নয়, মূলত এই অঞ্চলের মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইতেও তিনি সামিল। এলাকার যুবক যুবতীদের নরেন্দ্র মোদীর কর্মসংস্থান পরিকল্পনায় চাকরির আশ্বাস দিচ্ছেন তিনি। পাশাপাশি সুন্দরবন অঞ্চল যে সন্ত্রাসবাদীদের যাতায়াতের যোগসূত্র হয়ে উঠেছে তা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন জিতলে বিগত সাংসদদের মতো নিশ্চুপ হয়ে না থেকে নিজের কেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সাংসদে সোচ্চার হবেন।

এবছর তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন বামফ্রন্টের আর এস পি-র সুভাষ নস্কর, তৃণমূলের গোবিন্দ নস্করের মেয়ে প্রতিমা নস্কর এবং এসইউসি-র বর্তমান সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল। অন্যান্য প্রার্থীরা থাকলেও সুন্দরবন উন্নয়ন ও মোদী হাওয়াতেই ভরসা করে এগোচ্ছেন কৃষ্ণপদ মজুমদার।

এক নজরে জয়নগর কেন্দ্র

- জয়নগর-মজিলপুর পুরসভাটি এই লোকসভা কেন্দ্রের রয়েছে।
- গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, মগরাহাট-২, ক্যানিং ১ ও ২, জয়নগর, ২ ভাঙড়-১ এর ৬টি পঞ্চায়েত, জয়নগর ১ ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েত এই লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে।
- জয়নগর লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র হলো, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর, ক্যানিং পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম এবং মগরাহাট পূর্ব।
- গত লোকসভা নির্বাচনে বাম প্রার্থী ভোট পান ৪২.৮৩ শতাংশ। তৃণমূল, কংগ্রেস ও এস ইউ সি জোট ৪৮.৭২ শতাংশ, বিজেপি ভোট পায় ২.৬৯ শতাংশ।
- গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট ভোট পায় ৪৪.৭২ শতাংশ, তৃণমূল কংগ্রেস এবং এস ইউ সি জোট ৪৯.৬ শতাংশ, বিজেপি ভোট পায় ৩.৩১ শতাংশ।
- গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি ভোট পায় ৩.৫১ শতাংশ।

‘রেশম ও আম-কে কেন্দ্র করে শিল্প গড়তে চাই’

সাক্ষাৎকারে জানালেন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিষ্ণুপদ রায়

বিষ্ণুপদ রায় দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। সেই সুবাদে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক রয়েছে। পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে ২২ বছর সহ- শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করে বর্তমানে গাজোলের গড়াধুলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ছোটবেলা থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেব সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। গত দুই বছর আগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্বাচনে বঙ্গীয় শিক্ষা ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। সেই সূত্রেও বহু শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি রয়েছে। ৫০ বছর বয়স্ক বিষ্ণুবাবু বর্তমানে মালদা শহরের সর্বমঙ্গলা পল্লী (দক্ষিণ)-র ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। স্বস্তিকা-র প্রতিনিধি তরুণ কুমার পণ্ডিত-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি যা বলেন তা হলো—

■ **শিক্ষক হিসাবে সমাজের কাজ করেছেন, রাজনীতিতে এলেন কেন?**

■ সমাজের প্রয়োজনে এবং বর্তমানে দেশে দুর্নীতি বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা এবং যুবসমাজ যাতে সঠিক নেতৃত্বের উপর আস্থা স্থাপন করতে পারেন তার জন্য রাজনীতিতে যোগদান।

■ **বরকত সাহেবের শক্ত ঘাঁটি, তৃণমূলের শাসকদলের প্রার্থী ও সিপিএমের প্রার্থী--- এই তিন হেভিওয়েট প্রার্থীর বিরুদ্ধে কীভাবে জিতবেন?**

■ বর্তমানে মালদা শহর-সহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে বরকতদার নাম ভাঙিয়ে অন্য দলগুলি মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে। পরিবারতন্ত্রের নামে আর রাজনীতি চলবে না। এবার মানুষ নরেন্দ্র মোদীর গুজরাট মডেলকে দেখছে। তাছাড়া গত পাঁচ বছরে কংগ্রেস ও সিপিএম জেলার মানুষের কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। বরকতদার ভাই বলেই এখন আর কংগ্রেস ভোট পাবে না। সিপিএম তো এখন ব্রাত্য, তৃণমূলের তিন বছরের শাসনে মানুষ বিরক্ত। তাই মানুষ কেন্দ্রে শক্তিশালী দল বিজেপি-কে আনতে আমাদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে। এছাড়া বর্তমানে কংগ্রেস প্রার্থী সারাজীবন বিদেশে কাটিয়ে এখন এদেশে এসে রাজনীতি করছেন। আমি এইখানেই মানুষ হয়েছি, মাটির সঙ্গে যোগ রয়েছে।

■ **প্রচারে আপনি কেমন সাড়া পাচ্ছেন?**

■ শিক্ষক হিসাবে আমার হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের সঙ্গে পরিচয় রয়েছে। আমি প্রতিদিন প্রচারে গিয়ে প্রতিটি বুথে যাওয়ার চেষ্টা করছি এবং দারুণ সাড়া পাচ্ছি। তাছাড়া মানুষ এবার মোদীজীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাইছে।

■ **আপনি জিতলে কী করবেন?**

■ মালদা জেলার কালিয়াচকের নাম চোরাকারবারীর মুক্তাঞ্চল ও জাল নোটের জন্য পরিচিত। আমি কালিয়াচকের এই দুর্নামের পরিবর্তন করব। এখানে যে সম্পদ রয়েছে রেশম ও আম— এই দুটিকে কেন্দ্র করে কোনো শিল্প এখানে এখন গড়ে উঠেনি। আমি সাংসদ নির্বাচিত হলে বেকারত্ব দূর করব শিল্পের মাধ্যমে। দক্ষিণ মালদা কেন্দ্রের বিস্তৃর্ণ এলাকা গঙ্গা ভাঙন কবলিত। গঙ্গার নাব্যতা কমে গেছে। গঙ্গাকে ড্রেসিং করিয়ে ভাঙন প্রতিরোধে কাজ করব। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলকে এগিয়ে আনার প্রয়াস করব।

একনজরে মালদা দক্ষিণ কেন্দ্র

■ মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রে ১টি পুরসভা— ইংলিশ বাজার। যার ২৫টি ওয়ার্ড রয়েছে।

■ মুর্শিদাবাদ জেলার দুটি বিধানসভা কেন্দ্র সামসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা মালদা দক্ষিণ লোকসভার অন্তর্ভুক্ত।

■ এই কেন্দ্রে ৭টি বিধান সভা রয়েছে। বিধান সভাগুলি হলো : ইংলিশবাজার, মানিকচক, মোথাবাড়ি, বৈষ্ণবনগর, সুজাপুর, সামসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার—১৩,৪৫,২৩১ জন।

■ গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও তৃণমূল জোটের প্রার্থী আবু নাসেরখান চৌধুরী ৪৫.৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে সাংসদ হয়েছিলেন। বিজেপি প্রার্থী দীপক চৌধুরী ৪৩৯০০ ভোট পেয়েছিল। এবারে এই কেন্দ্রে চতুর্মুখী লড়াই হচ্ছে।

■ পঞ্চায়েত নির্বাচনে এবারে এই কেন্দ্রে বিজেপি-র ভোট অনেক বেড়েছে। ৭টি বিধানসভাতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ভোট বিজেপি প্রার্থীরা পেয়েছিলেন।

‘ওয়ার্ড’ নয় ‘ওয়ার্ক’-এ বিশ্বাসী আরামবাগ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মধুসূদন বাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ দেশের পশ্চিম প্রান্তের হীরাবেন, ইনি পরের ঘরে কাজ করে অভাবের সংসার চালাতেন। অন্যদিকে দেশের পূর্ব প্রান্তের গীতা দেবীও একই কাজ করতেন সংসারের অভাব মেটানোর জন্য। দু'জনের কেউ কাউকেই চেনেন না, অথচ আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে দু'জনের মধ্যে। পশ্চিম প্রান্তের জননীর সন্তান নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী, যাঁর সম্পর্কে নতুন কিছু বলার নেই, অন্যদিকে গীতাদেবীর সন্তান মধুসূদন বাগ আরামবাগের জনতার মধ্যে বহুল পরিচিত ও জনপ্রিয় বিজেপি প্রার্থী।

পাথরভাঙা, মাঠে মাটি কাটা এমনই নানা ধরনের কাজ মধুসূদনবাবুকে করতে হয়েছে ছোট থেকে,— উদ্দেশ্য দুটো পয়সা রোজগার। তবে ছোট থেকেই চ্যালেঞ্জের মুখে হার না মানা মানসিকতা আজ তাঁকে এই জায়গায় দাঁড় করিয়েছে। পেশাগত দিক থেকে বর্তমানে তিনি খানাকুলের পশ্চিম ঘোষপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের ইতিহাসের শিক্ষক। তাঁদের আদি বাড়ি গোঘাটের বদনগঞ্জ। বদনগঞ্জ স্বামীজী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশোনা শুরু। এরপর তিনি ভর্তি হন গোঘাট হাইস্কুলে, তারপর কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মহাবিদ্যাপীঠ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলাভ করেন। বিএড পাশ করেন গোঘাটের আনুড় বিএড কলেজ থেকে। ১৯৯২ সালে বিজেপি-র সদস্যপদ গ্রহণ ও সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ। বর্তমানে মধুসূদনবাবু আরামবাগ জেলা সংগঠনের তফসিলি মোর্চার সভাপতি। এহেন এক জীবন সংগ্রামে রত ও আদর্শবাদী মাস্টারমশাইকে প্রার্থী হিসাবে পেয়ে যারপরনাই খুশি তাঁর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। তবে মাস্টারমশাই-এর উপদেশ— “পতাকা নিয়ে মিটিং-মিছিলে যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা পড়াশোনা কর।” মধুসূদনবাবুকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁর প্রতিবেশী থেকে শুভাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেই। আরামবাগের নির্বাচনী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যিনি রয়েছেন সেই মধুসূদনবাবু জিতলে কী করতে চান?

মধুসূদনবাবুর উত্তরটা হলো— “১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে শুরু করে আজ আমরা ১৬তম সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি। এই কেন্দ্র থেকে এযাবৎ নির্বাচিত সাংসদরা যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা কি পালিত হয়েছে? এই নির্বাচনে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি না। আমি ওয়ার্ড নয়, ওয়ার্ক-এ বিশ্বাসী। শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান, কৃষিজ শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলির উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করবো।”

একনজরে আরামবাগ কেন্দ্র

▯ আরামবাগ, তারকেশ্বর, চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও ক্ষীরপাই —এই পাঁচটি পুরসভা এই কেন্দ্রের অন্তর্গত।

▯ হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, খানাকুল ১ ও ২, গোঘাট ১ ও ২, আরামবাগ, চন্দ্রকোণা ১ ও ২, সিঙ্গুরের চারটি পঞ্চায়েত, ধনেখালির পাঁচটি পঞ্চায়েত এবং দাসপুর ১ ব্লকের একটি পঞ্চায়েত এই কেন্দ্রের অন্তর্গত।

▯ আরামবাগ লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা হলো : হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল এবং চন্দ্রকোণা।

▯ গত লোকসভা নির্বাচনে (২০০৯) বামপ্রার্থী এই কেন্দ্রে ৫৪.২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হন। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট ৩৬.৮৫ শতাংশ ভোট পায়। বিজেপি ভোট পায় ৪.৯৮ শতাংশ।

▯ গত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট পায় ৪৩.৩ শতাংশ ভোট। তৃণমূল ও কংগ্রেস জোট ৫২.৬ শতাংশ ভোট। বিজেপি ভোট পায় ৩.৬ শতাংশ।

▯ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট পায় ৩১.৭১ শতাংশ ভোট। তৃণমূল পায় ৬২.৮ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস পায় ১.৮৩ শতাংশ ভোট। বিজেপি পায় ২.৬৬ শতাংশ ভোট।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী স্বনির্ভর ও উপার্জনশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় অগ্রাধিকার চান

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কলিগ্রামের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবারের জনদরদি অবসর প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী এবার উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। তিনি কলিগ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরূপে দক্ষ ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করেছেন ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত। এছাড়া চাঁচল ১ পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ দপ্তরে কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন (১৯৭৮-৮৩), পূর্ত ও পরিবহণ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন (২০০৩—২০০৮)। কলিগ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধী দলনেতারূপে দায়িত্ব পালন করেছেন ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত। ২০১৩ পঞ্চায়েত সমিতিতে রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছেন। শ্রী গোস্বামী বাল্যকাল থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধী ঘোষিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করে বহরমপুর ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন।

তিনি স্বনির্ভর ও উপার্জনশীল অর্থনীতি, জীবিকা আশ্রয়ী শিক্ষা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রতিরোধের ওপর জোর দিতে চান। তাঁর বক্তব্য, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেস এরাজ্যে কোনো পরিবর্তন আনেনি। সারা রাজ্যে খুন ও ধর্ষণের ঘটনা বেড়েছে। তৃণমূলের এমপি’রা লোকসভায় নীরবে শুধু বসে থেকেছেন। জনসাধারণের সমস্যার কথা তুলে ধরেননি। খরচ করতে পারেননি উন্নয়নের বহু অর্থ। লোকসভার সদস্য ও বহু নেতা সারদাকাণ্ডে জড়িয়ে আছেন। কংগ্রেস সাংসদরা মালদহে সমস্যা দূরীকরণে ব্যর্থ হয়েছেন। সিপিএম তো এখন মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে।’’ তাই তিনি এবার বিজেপি-র প্রার্থী হিসাবে ভোট চাইছেন।

একনজরে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্র

▯ বিজেপি প্রার্থী : সুভাষকৃষ্ণ গোস্বামী

মোট ভোটার : ১,১০১,০৯৬। বুথকেন্দ্র : ১৫৭৫

৭টি বিধানসভা কেন্দ্র :

(১) হবিবপুর (এসটি), (২) গাজোল (এসসি), (৩) চাঁচল, (৪) হরিশ্চন্দ্রপুর, (৫) মালতীপুর, (৬) রতুয়া, (৭) মালদহ (এসসি)।

এই কেন্দ্রে এবার কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম বেনজির নূর, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সৌমিত্র রায়, সিপিআই (এম) প্রার্থী খগেন মূর্মু। ২০০৯ লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন মৌসম বেনজির নূর, তাঁর প্রাপ্ত ভোট ৪৪০,২৬৪। মোট ভোট দাতার সংখ্যা ছিল ৯২১,৫৩১, ভোটের হার ৮৩.৬৯ শতাংশ।

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

▯ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

▯ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু’দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

▯ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর ‘চিঠিপত্র’ কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর ‘শব্দরূপ’ লিখতে হবে।

▯ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

▯ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

▯ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু’টি বই পাঠাবেন।

▯ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

▯ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

▯ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

▯ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

বিশেষ রচনা

বাজপেয়ী সরকারের অভূতপূর্ব সাফল্যে দেশ আজও গর্বিত

ডঃ গোপেশ চন্দ্র সরকার

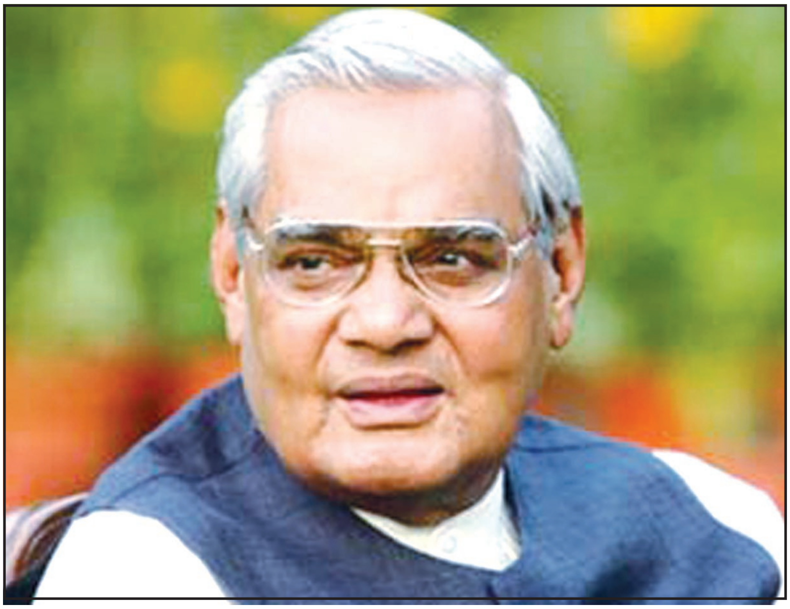

গত এনডিএ জোট সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং বিশ্ববরেণ্য এক মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁকে ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মুশারফ পর্যন্ত ২০০৪ সালের নির্বাচনে পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন (বর্তমান ১৮.৩.০৪)।

এই সরকার মাত্র পাঁচ বছরে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্যই কাজ করেছিল। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি মজবুত করেছিল এবং এই অতি অল্প সময়ে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছিল। একজন সৎ, বিচক্ষণ এবং রাষ্ট্রভক্ত মানুষের আন্তরিক আগ্রহ থাকলে যে কি অসাধ্য সাধন করা সম্ভব, বাজপেয়িজী তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। আজও তাই তিনি অবিস্মরণীয়। এই কারণে প্রতিটি নিরপেক্ষ দেশভক্ত মানুষের হৃদয়ে আজও সর্বদাই অনুরণিত হয়—

(১) সহজেই কৃষিঋণ পেতে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড চালু করা। (২) কৃষিঋণ সুদের হার ১২-১৪ শতাংশ থেকে ৯ শতাংশে নামিয়ে আনা। (৩) চাযের জমিতে জল দিতে কৃষি জল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প চালু। (৪) শস্যহানি থেকে কৃষকদেরকে বাঁচাতে শস্যবিমা প্রকল্প চালু। (৫) দেশে খাদ্য উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি করে ৬৬ হাজার কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রা আনা। (৬) গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য সজলধারা প্রকল্প চালু। (৭) অতি গরিবদের জন্য ২ টাকা কেজি দরে গম এবং ৩ টাকা কেজি দরে চাল দিতে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা প্রকল্প চালু করা। (৮) গরিবদের জন্য অনুদান দিয়ে ৭০ লক্ষ গৃহ নির্মাণ। (৯) ১৪ হাজার কিলোমিটার বিশাল চওড়া (স্বর্ণালী চতুর্ভুজ ইত্যাদি) রাস্তা দিয়ে সারা ভারতকে সংযুক্ত করা। (১০) ৬০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী গ্রামসড়ক যোজনার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে সড়ক যোগাযোগ বাড়ানো। (১১) গৃহিনীর মুখে হাসি ফোটাতে দ্রুত ঘরে ঘরে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়া। (১২) 'কংগ্রেসী-ঋণী'- ভারতের ঋণের ভার কমানো। (১৩) বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ভাণ্ডার রেকর্ড পরিমাণ বাড়ানো। (১৪) কমপিউটার-সফটওয়ারে ভারতকে মহাশক্তি তৈরি করা। (১৫) ৯,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্প চালু। (১৬) সারাদেশে দ্রব্যমূল্য, স্থিতিশীল (মুদ্রাস্ফীতি ৬ শতাংশ- এর কম) রাখা। (১৭) সারাদেশে, ঘরে ঘরে টেলিফোন পৌঁছে দেওয়া। (১৮) মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা, বার্ধক্য এবং অক্ষমতা ভাতা চালু করা। (১৯) বিভিন্ন যোজনার মাধ্যমে (প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে) প্রায় ৮৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। (২০) ৪০ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের জন্য বিমা, পেনশন এবং পি.এফ প্রচলনের প্রয়াস করা। (২১) প্রবাসী ভারতীয়দের মেধা এবং অর্থশক্তি দেশের কাজে লাগাবার জন্য 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস' ঘোষণা করা। (২২) আমেরিকার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, পরমাণু অস্ত্রের মানোন্নয়নে, ভারতে দ্বিতীয়বার সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো। (২৩) বিস্ফোরণের অপরাধে (?) আমেরিকার অর্থনৈতিক সহযোগিতা অবরুদ্ধ (Economic Sanctions) হলে, 'Resurgent India Bond' চালু করে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রবাসী বিত্তশালী ভারতীয়দের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করে, দেশকে আর্থিক সংকট থেকে রক্ষা করা। কেন্দ্রীয় সরকারের সুনাম হবে এই ভয়ে অধিকাংশ প্রকল্পের সুফলের কৃতিত্ব নিজেদের নামে প্রচারের অপচেষ্টা করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। বিজেপি একটি সর্বজনহিতকারী নিষ্ঠাবান জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল হওয়ার কারণে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে সাধারণত অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উন্নয়নের হার অনেকটাই বেশি হয়ে থাকে। নরেন্দ্র মোদীজীর গুজরাট বিস্ময়কর প্রগতির সাক্ষ্য বহন করছে। তাই, সুশাসন এবং উন্নয়নের জন্য দেশ আজ বাজপেয়িজীর যোগ্য উত্তরাধিকারী মোদীজীকেই প্রধানমন্ত্রীর আসনে দেখতে চাইছে। আকাশে বাতাসে সতত যেন সেই আগমনী বার্তাই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কিন্তু কিছু বৈদেশিক শক্তি এতে নানা ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ—বিজেপি-র জয়, ভারতের জয়। তাই ভারত-কল্যাণে আজ মোদাজীকেই বিশেষ প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র :

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক থেকে সংগৃহীত।

(লেখক : রায়গঞ্জ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক)

ক্রীড়াভারতীর সহযোগিতায় কল্পতরুর যোগাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে কল্পতরু ক্লাবের উদ্যোগে সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতা হয়ে গেল ৯ মার্চ। এই প্রতিযোগিতাটি সফল করে তুলতে ক্রীড়াভারতীর কার্যকর্তারা তুল্যমূল্য পরিশ্রম করেছেন। বস্তুত ক্রীড়াভারতী সার্বিক তত্ত্বাবধান করায় অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এই আসরটি সম্পন্ন হতে পেরেছে। আরবোলে যোগ ও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনও তাদের সহযোগিতার হাতটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সব মিলিয়ে প্রায় চারশোর মতো পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী বিভিন্ন বয়স বিভাগে অংশগ্রহণ করেছিল। বিভাগগুলি হলো অনূর্ধ্ব-৭, অনূর্ধ্ব-১০, অনূর্ধ্ব-১৪, অনূর্ধ্ব-১৮, অনূর্ধ্ব-২৫, ২৫-৩৫ বছরের বিভাগ ও ৩৫ ঊর্ধ্ব বিভাগ। প্রতিটি বিভাগেই প্রতিযোগীরা নিজেদের সেরা পারফরমেন্স বা দেহবল্লরী মেলে ধরেন নানাধরনের আসন-মুদ্রা সহযোগে। প্রতি প্রতিযোগীকে চারটি করে আসন করে দেখাতে হয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তিলক চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি শিউলি দাস, প্রাণী ও মৎস্য বিভাগের (জেলাপরিষদ) কর্মাধ্যক্ষ বুদ্ধদেব ভৌমিক। এঁদের সঙ্গেই মঞ্চ অলংকৃত করেন ক্রীড়াভারতীর প্রাদেশিক গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক তথা প্রাক্তন আন্তর্জাতিক শ্যুটার ভগীরথ সামুই। ভগীরথ সামুই প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা করে দু-চার কথা বলেন যোগাসনের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা ও ক্রীড়াভারতীর বিভিন্ন কর্মসূচি বিষয়ে।

প্রতিযোগিতার সমাপ্তি লগ্নে হাজির ছিলেন স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক সুব্রত মাইতি। কলকাতা থেকে যাওয়া বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক ও প্রশিক্ষক উজ্জ্বল ঘোষ, বিষ্ণু বিশ্বাস, ভগীরথ সামুই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। ক্রীড়া ভারতীর প্রাদেশিক সংযোজক মধুময় নাথও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসেন। এঁরা সবাই বিভিন্ন বিভাগে কৃতবিদ্য আসনকারীদের হাতে পুরস্কার স্বরূপ স্মারক ও শংসাপত্র তুলে দেন। প্রসঙ্গত এই প্রতিযোগিতার বিচারকরা সবাই কলকাতা থেকে যান। সব থেকে বেশি প্রতিযোগী নিয়ে আসা ও পয়েন্ট তুলে পূর্ব মেদিনীপুরের সিদ্ধেশ্বরী যোগ শিক্ষাকেন্দ্র বিশেষ পুরস্কার পায়।

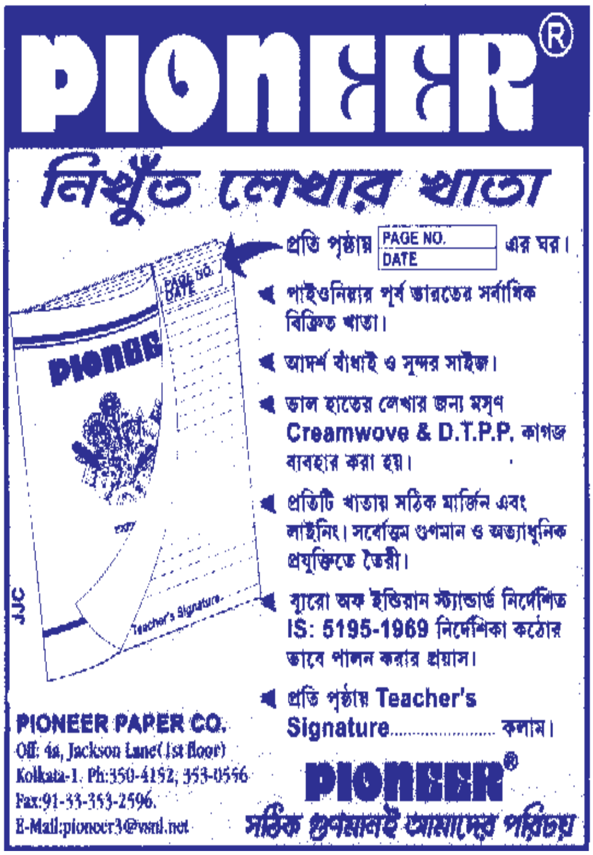

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন, পড়ান

গ্রাহক হোন, গ্রাহক করুন

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ২৪

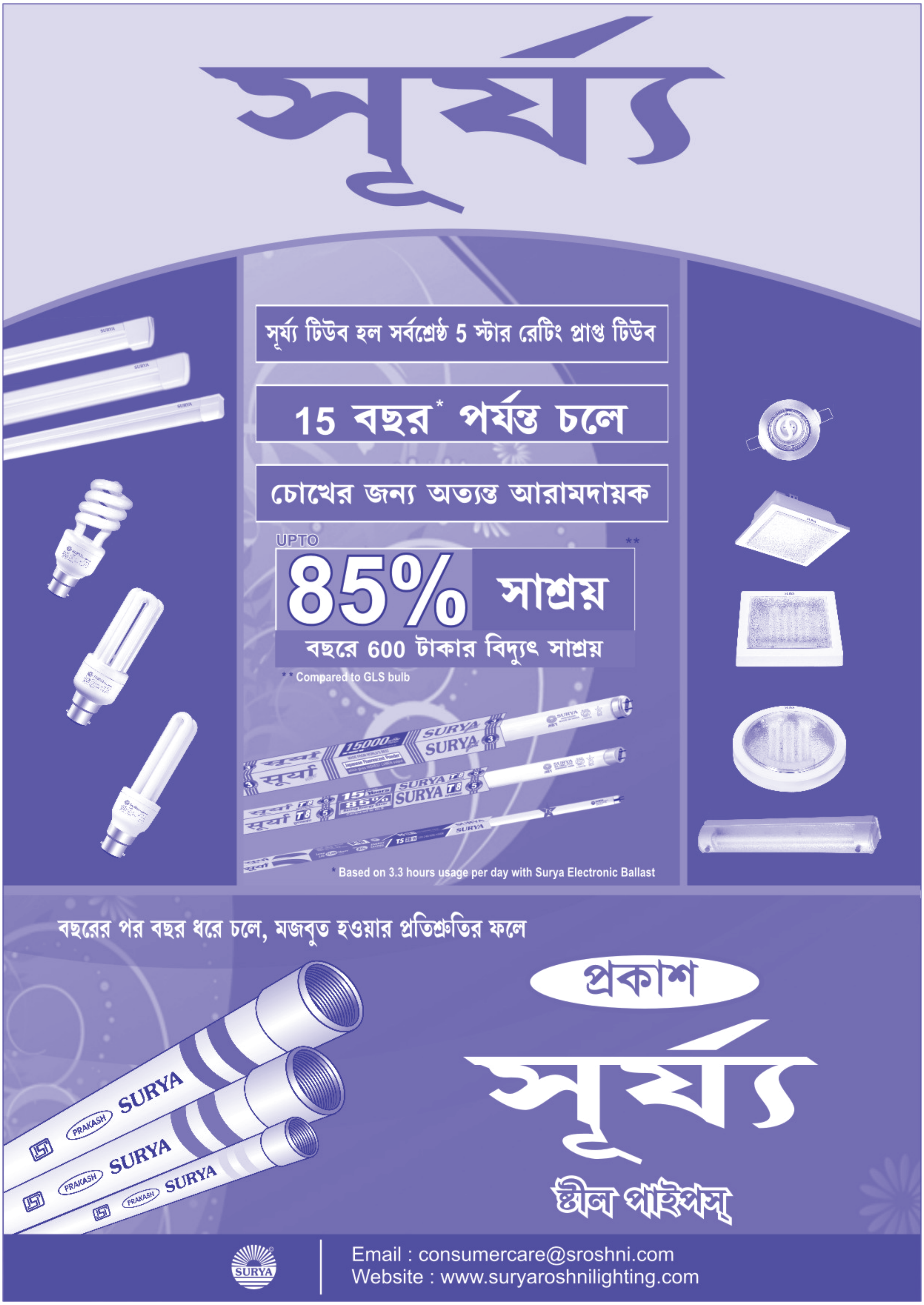
সূর্য্য
সূর্য্য টিউব হল সর্বশ্রেষ্ঠ 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত টিউব
15 বছর* পর্যন্ত চলে
চোখের জন্য অত্যন্ত আরামদায়ক
UPTO
85% সাশ্রয় **
বছরে 600 টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয়
** Compared to GLS bulb
* Based on 3.3 hours usage per day with Surya Electronic Ballast
বছরের পর বছর ধরে চলে, মজবুত হওয়ার প্রতিশ্রুতির ফলে
প্রকাশ
সূর্য্য
ষ্টীল পাইপস্
SURYA
Email : consumercare@sroshni.com
Website : www.suryaroshnilighting.com

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
21 April - 2014

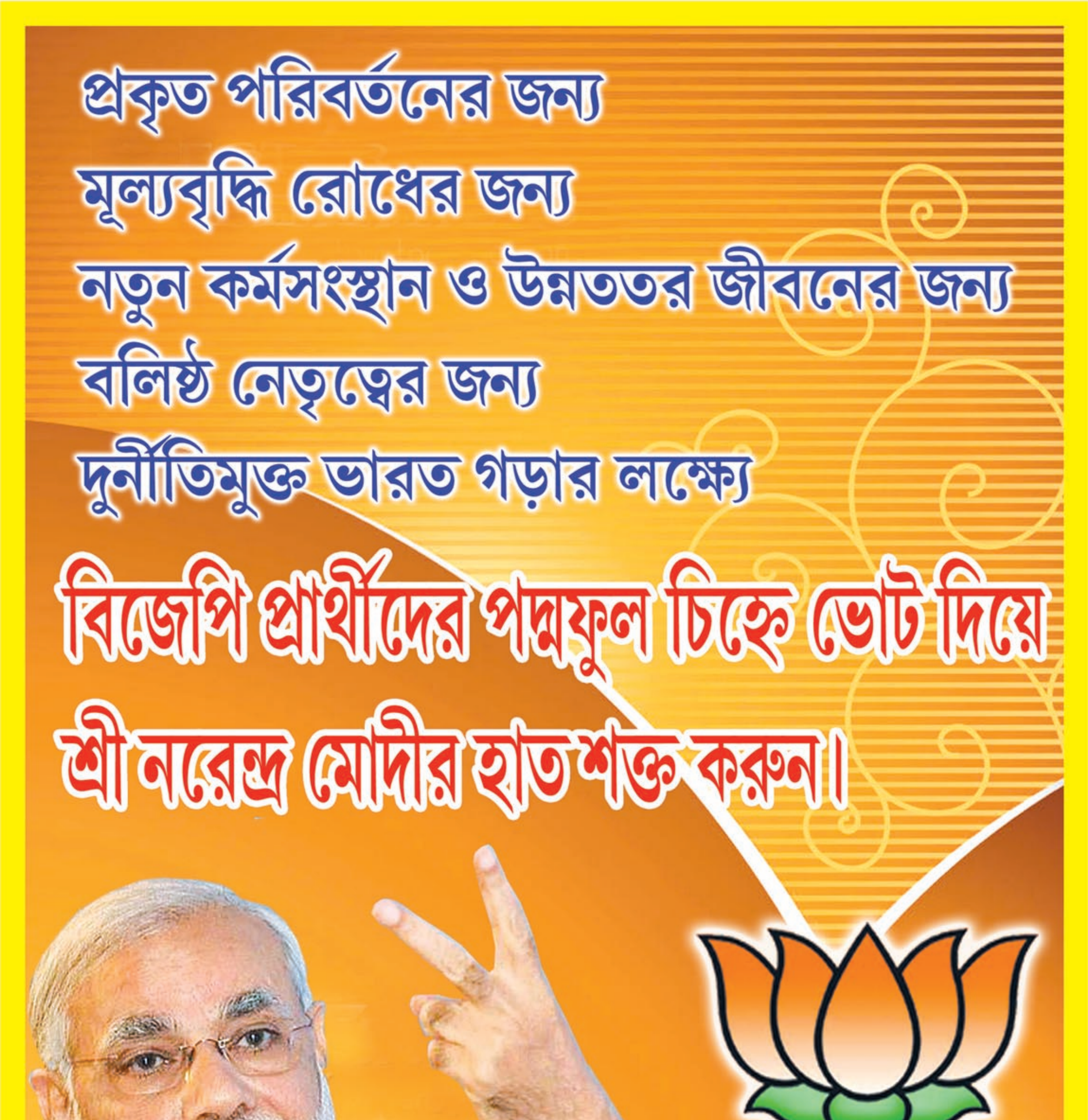

দাম : ১০.০০ টাকা